মন্দার-কুসুম।

(পৌরাণিক বিয়োগান্ত-দৃশ্য কাব্য)

"সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু,
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে, সিনান করিতে,
সকলি গরল ভেল॥"

জ্ঞানদাস।

কলিকাতা,

৩৭ নং, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—বীণাযন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব দ্বারা মুদ্রিত।
ও
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সংবৎ ১৯৪০-৪১

উৎসর্গ।

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়

মহাশয়—সব জজ—বর্দ্ধমান।

মহাশয়!

দেবের নির্ম্মাল্য-কুসুম সকলে মস্তকেই অর্পণ করিয়া থাকে। আমাদের হতভাগিনী পল্লীখানির মধ্যে যে কয়েকটী রত্ন আছেন, আপনি তাঁহাদের চূড়া! সুতরাং একমাস কাল আরাধনার পর মহর্ষি ব্যাসদেবের চরণপ্রান্ত হইতে এই অভিনব নির্ম্মাল্যটী সংগ্রহ করিয়া আপনাকেই অর্পণ করিলাম, যথোচিত সমাদর প্রদর্শন করিলে কৃতার্থ হইব।

আপনার

শ্রীঃ—

আসাম—শিলং।

১০ই বৈশাখ,

সংবৎ ১৯৪০-৪১।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

মদন।

ভীষ্ম।

জামদগ্ন্য।

হোত্রবাহন	... ...	ঋষি, কাশীরাজ-মহিষীর পিতা।
অকৃতব্রণ	... ...	জামদগ্ন্যের শিষ্য।
বিচিত্রবীর্য্য	... ...	শান্তনুর কনিষ্ঠ পুত্র।
শাল্ব	... ...	সৌভপতি।
পুষ্পকেতু	... ...	শাল্বের সহচর।

কাশীরাজ ও অন্যান্য রাজগণ, কঞ্চুকী, সৈনিক-পুরুষ ও পরিচারক প্রভৃতি।

স্ত্রীগণ।

রতি।

সত্যবতী।

অম্বা অম্বিকা অম্বালিকা	..	কাশীরাজের কন্যাত্রয়।
সুরবালা মন্দাকিনী	...	রাজকন্যাগণের সখী।

কাশীরাজ-মহিষী ইত্যাদি।

মন্দার-কুসুম

প্রথম অঙ্ক।

হস্তিনাপুর রাজপ্রাসাদান্তর্গত একটী প্রকোষ্ঠ।

(সত্যবতী ও ভীষ্ম আসীন)

ভীষ্ম।—না মা ! আমাকে এ বিষয়ে ক্ষমা করুন।

সত্য।—বাছা ! আমার অনুরোধ তোমাকে রাখ্‌তেই হবে। (ভীষ্মের হস্তধারণ পূর্ব্বক) বাবা ! এই আমি তোমার হাতে ধ'রে বল্‌চি, আমার এ কথাটি তোমায় শুন্‌তেই হবে। ভীষ্ম ! তুমি প্রতীপবংশের চূড়ামণি—প্রতীপবংশের গৌরব—তোমাদ্বারাই সে বংশের সহস্র গুণে মুখ উজ্জ্বল হবে। আমি তোমার গর্ভধারিণী নই বটে—কিন্তু তোমার মা ত ?—তা বাছা ! মার এ অনুরোধটী তোমাকে রাখ্‌তেই হবে। আমার বিচিত্রবীর্য্য কনিষ্ঠ—তুমি তার জ্যেষ্ঠ, তুমি থাক্‌তে তার রাজ্যশাসন করা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বিরুদ্ধ। অতএব ভীষ্ম ! আমার অনুরোধ, তুমি ইচ্ছামত বিয়ে করে এইরূপে চির-

কাল তোমার পিতার সিংহাসন উজ্জ্বল কর। আমার বিচিত্রবীর্য্য চিরকাল তোমার আজ্ঞাবর্ত্তী হ'য়ে থেকে, তোমার মনোমত কাজ ক'রতে কখনই বিমুখ হবে না। ভীষ্ম! একে আমি চিত্রাঙ্গদের শোকে জর্জ্জরীভূত হয়ে আছি, তার উপর আবার এখন আমার এ অনুরোধটি অবহেলা ক'রে আরো দ্বিগুণ জ্বালা দিও না। আমি এত দিন তোমাকে এ অনুরোধ করিনি—কিন্তু আজ কেন যে আমার মন এমন হয়েছে তা বল্‌তে পারিনে, মনে হচ্চে যেন তুমি বিয়ে ক'রে—তোমার পূর্ব্বপুরুষের সিংহাসনে ব'সে রাজাশাসন ক'র্‌লে, আমি তাতে পরম সুখী হব—চিত্রাঙ্গদের শোক-জ্বালা সমস্তই ভুলে যাব—দুটী বউ নিয়ে রাজার মা হ'য়ে এই পৃথিবীর সকল সুখ উপভোগ ক'রবো!

ভীষ্ম। মা! ক্ষমা করুন। আমাকে বার বার আর এ অনুরোধ ক'র্‌বেন না। আমি কোন ক্রমেই আপনার এ আজ্ঞা প্রতিপালন ক'র্‌তে সক্ষম নই। জননি! আপনার কি স্মরণ নাই—পিতৃ-দেবের নিমিত্ত যখন আমি আপনার পিতার নিকট গিয়ে তাঁর মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করি, এবং আপনার পিতার সন্তোষার্থে বহুসংখ্য রাজা এবং অন্যান্য লোক সমূহের সমক্ষে আমি

যে প্রতিজ্ঞা-পাশে বদ্ধ হ'য়েছিলেম—"কখন রাজ্যের আশা এবং ইহ জন্মে কখন দার পরিগ্রহ ক'র্‌বো না—যতি-ভাবেই জীবন অতিবাহিত ক'র্‌বো। সে প্রতিজ্ঞা-পাশ কি এখন আমি ছেদন ক'রবো? মা! আপনাকে অধিক আর কি ব'ল্‌বো—যদ্যপি এই মুহূর্ত্তে চন্দ্র সূর্য্য কক্ষভ্রষ্ট হ'য়ে ভূতলে পতিত হয়,—সুমেরুশৃঙ্গ ধূলিরাশির ন্যায় পবনপথে উড্ডীন হয়—তথাপি ভীষ্মের সে প্রতিজ্ঞা কখনই লঙ্ঘন হ'বার নয়। মা! আমি আপনার অনুরোধে অনেক ক'রেছি—আমার ইচ্ছা—আমার উদ্দেশ্যের বিপরীতেও প্রিয় বৎস বিচিত্র-বীর্য্যের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত এই রাজ্য-শাসন ক'রতে স্বীকৃত হয়েছি,—কিন্তু মা! আজ আমাকে ক্ষমা করুন—আমি কোন প্রকারেই আপনার এ অনুজ্ঞা প্রতিপালন ক'রতে সক্ষম নই।—

সত্য। ভীষ্ম! তবে চিরকালই কি আমাকে এই নিদারুণ মনঃকষ্টে জ্ব'ল্‌তে হবে?—আমার এ পোড়া অদৃষ্টে কি বিধাতা কোন সাধই মেটাতে দেন্‌নি?—

(রোদন)

ভীষ্ম। মা! শান্ত হোন্।—আপনার বিচিত্র-বীর্য্যই একা এক সহস্র। আপ্‌নি অনুক্ষণ কেবল তারই কল্যাণ

কামনা করুন।—কুমার এখন প্রায় বয়ঃপ্রাপ্ত হ'য়েছে,—আমি মানস করেছি যে অচিরাৎ কুমারের পরিণয় কার্য্য সমাধা ক'রে—তারে পিতৃ-দেবের সিংহাসনে অভিষিক্ত ক'রে—আমার জীবনের সুখের চরম-সীমা উপভোগ ক'রবো। এক্ষণে আপনার অনুমতি হ'লেই আমি তার বিবাহের আয়োজন করি।

সত্য। ধর্ম্মাত্মন্! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। কিন্তু একটি কথা,—কুমার কি তার জ্যেষ্ঠের মত অস্ত্র আর শাস্ত্র বিদ্যায় নিপুণ হ'য়েছে?

ভীষ্ম। মা! ভীষ্ম যার অগ্রজ—ভীষ্ম যার কল্যাণ-কামনা করে—ভীষ্ম যার অস্ত্রশিক্ষাদাতা—তার বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

সত্য। বীর-চূড়ামণি! তোমাকে আর কি আশীর্ব্বাদ ক'রবো? তুমি সকল প্রকার আশীর্ব্বাদের অতীত! ভীষ্ম! তুমি যে আজ আমায় কি সুখী ক'রলে তা ব'ল্‌তে পারিনে। বৎস! তোমার মত ধর্ম্মাত্মা বীরচূড়ামণি যারে মা ব'লে ডাকে, তার অন্তরে যে কি প্রকার আনন্দ হয়, তা সে নিজেই বুঝ্‌তে পারে না। এখন প্রার্থনা করি, বিচিত্র-বীর্য্যেরও যেন তোমার মত ধর্ম্মে মতি থাকে।

ভীষ্ম। মা! আপনার আশীর্ব্বাদ অবশ্যই সফল হবে। কুমার যুদ্ধবিদ্যায় সুদক্ষ হয়েছে। এবং কুলাচার্য্যও ব'লেছেন যে শাস্ত্রেও সে উত্তমরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ ক'রেছে। অতএব মা! আপনার বিচিত্র-বীর্য্যের দ্বারা যে পিতৃদেবের সিংহাসন সমধিক উজ্জ্বল হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সত্য। ভীষ্ম! তোমার এই সংবাদে যে আমি কি সুখী হ'লেম তা ব'লতে পারিনে। এই যে কুমার আমার এই দিকেই আস্‌চেন।

ধনুঃশর ও অসি প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত বিচিত্র বীর্য্যের প্রবেশ।

বিচিত্র। আর্য্য! ভগবান কুলাচার্য্য অদ্য আমার অস্ত্র-চালনা পরিদর্শন ক'রতে ইচ্ছা প্রকাশ ক'রেছেন। এবং অনুরোধ ক'রেছেন যে, রঙ্গস্থলে আপনিও উপস্থিত হ'য়ে তাঁর আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

ভীষ্ম। কুলাচার্য্যের আজ্ঞা শিরোধার্য্য। তুমি তাঁরে আমার প্রণাম জানিয়ে বলগে যে, আমি অচিরাৎ রঙ্গভূমে উপস্থিত হ'য়ে তাঁর চরণ সন্দর্শন ক'র্‌বো।

বিচিত্র। আর্য্যের যা অনুমতি—(সত্যবতীর চরণে প্রণতি পূর্ব্বক) মা! আশীর্ব্বাদ করুন।

সত্য। এস বাবা! (বিচিত্রবীর্য্যের মস্তকে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক) সুরপতি তোমার সহায় হোন। (ভীষ্মের পদধূলি লইয়া বিচিত্রবীর্য্যের প্রস্থান)।

পরিচারকের প্রবেশ।

পরি। (ভীষ্মেব প্রতি) কাশীরাজের কাছ থেকে একজন দূত এই পত্রখানি নিয়ে এসেছে। (পত্র প্রাদান)

ভীষ্ম। আচ্ছা, দূতের যথোচিত অভ্যর্থনা ক'রে উত্তমরূপ পরিচর্য্যা করগে, আমি শীঘ্রই রাজসভায় উপস্থিত হ'চ্চি।

পরি। যে আজ্ঞা (প্রণিপাত পূর্ব্বক প্রস্থান)

ভীষ্ম। (পত্র পাঠ করিয়া সহাস্যে) মা! প্রজাপতি বুঝি আমাদের মনোভিলাষ পূর্ণ করেন। কাশীরাজের তিন কন্যা স্বয়ম্বরের ইচ্ছা প্রকাশ করায়, বারাণসী-পতি পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ ক'রেছেন বসন্তোৎসবের দিবস স্বয়ম্বরের দিন স্থির হ'য়েছে। মা! আপনার অনুমতি হ'লে আমি অচিরাৎ বারাণসী যাত্রা করে কুমার বিচিত্র-বীর্য্যের বিবাহের নিমিত্ত কন্যাত্রয় আনয়ন ক'রে এ রাজপুরী উজ্জ্বল করি।

সত্য। ধর্ম্মাত্মন্ এ বিষয়ে আর আমার অনুমতির অপেক্ষা কি? তোমার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হোক।

ভীষ্ম।—মা! তবে এক্ষণে আমি রাজসভায় গমন করি। আবার কুলাচার্য্যের আজ্ঞা প্রতিপালন ক'রতে হবে।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

সৌভ প্রদেশ, রাজবাটী সন্নিকটস্থ প্রমোদ উদ্যান।

দুই জন সৈনিক পুরুষের প্রবেশ।

১ম সৈ।—ওহে ভাই! ব্যাপারটা কি বল্‌তে পার?

২য় সৈ।—আর ভাই! এতো আর তুমি আমি নই—এ রাজা রাজড়ার কাণ্ড, ব্যাপার তো লেগেই আছে।

১ম সৈ।—তবু শুনি? হঠাৎ মহারাজের এরূপ ভাবান্তর হবার অবশ্যই কোন নিগূঢ় কারণ আছে। নইলে, এমন ধার্ম্মিক, সদ্‌গুণ-শালী প্রজারঞ্জক আমাদের মহারাজ যে অল্প কারণে রাজকার্য্যে একবারে উদাসীনতা প্রদর্শন ক'রবেন, আমার ত ভাই এমন বিশ্বাস হয় না! গাম্ভীর্য্য-নিকেতন জলনিধি কি সুমন্দ সমীরণে

চঞ্চল হন? হৃদয়দেশে তুমুল ঝটিকার সমাবেশ হ'লেই সেই অপ্রমেয় গুণরাশির বিপর্য্যয় সংঘটন হ'য়ে থাকে।

২য় সৈ।—মহারাজেরও তাই হ'য়েছে?

১ম সৈ।—কিন্তু তাঁর হৃদয়াকাশে অবশ্যই কোন গ্রহ-বিশেষের আবির্ভাবে এ ঝটিকার সৃষ্টি হ'য়েছে বোধ হয়?

২য় সৈ।—হ্যাঁ, তাতে কি আর সন্দেহ আছে?

১ম সৈ।—সেটী কি?

২য় সৈ।—কামিনী।

১ম সৈ।—বল কিহে? মহারাজ একটা সামান্য নারীর জন্য এতদূর উন্মত্ত—এতদূর চঞ্চল হ'য়ে উঠেছেন? কি আশ্চর্য্য! যারা মনে কর্‌লে ঘরে ঘরে রাজপুত্রের নৃত্য দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তাদের আবার রমণীর জন্য ভাবনা?

২য় সৈ।—চুপ্‌ কর, পাগল! কে আবার শুন্‌তে পাবে?

১ম সৈ।—তা ভাই তুমি যে আমায় অবাক ক'রে দিলে? যাহোক, এখন ওদিককার ধূম-ধামের বিষয়টা কি বল্‌তে পার?

২য় সৈ।—কে জানে ভাই! ও সব রাজা রাজড়ার

কাণ্ড! তবে বিধাতা কর্ণ দিয়েছেন, যে যা' বলে শুন্‌তে কোন আপত্তি করি না।

১ম সৈ।—তবু এর কারণটা কি শুনি? আমিও তো বিধাতা-দত্ত পঞ্চ-ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট!

২য় সৈ।—মহারাজ নাকি পূর্ব্ব হ'তেই,—কি প্রকারে জানি না,—কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যার প্রতি অনুরাগী হন। কিন্তু এতদিন সে অনুরাগ ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় হৃদয়মধ্যে লুক্কায়িত ছিল। সম্প্রতি বারাণসীপতির কন্যার স্বয়ম্বরসংবাদরূপ প্রবল বায়ু সংযোগে সেই অনল একেবারে প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে উঠেছে। এবং সেই দিন হ'তেই মহারাজ রাজকার্য্যে শৈথিল্য প্রদর্শন ক'র্‌ছেন—কেবল সর্ব্বদাই নির্জ্জনে ব'সে কি চিন্তা করেন। জনরব যে তিনি পত্রের সঙ্গে, রাজকুমারীও যে তাঁ'র প্রতি একান্ত অনুরাগিণী, এবিষয়ে কোন স্পষ্ট নিদর্শন পেয়েছেন।

২য় সৈ।—বটে, এমন?

১ম সৈ।—চল হে! এখন আমরা আপন আপন কর্ম্মে যাই, সেনাপতির আজ্ঞা জান ত?

[উভয়ের প্রস্থান।

পুষ্পকেতুর প্রবেশ।

পুষ্প।—রাজা রাজড়ার কাণ্ডই স্বতন্ত্র। কখন্ যে কোন্ রঙ্গে থাকেন, তা'র ভাব বোঝা ভার! এক এক সময় যেন ষড়রিপুজয়ী ঘোর তপস্বী হ'য়ে পড়েন্—সুখ-ভোগ স্পৃহা নাই—রাজ্য করেন প্রজার মঙ্গলের জন্য—বিধাতার অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য—ভোগবিলাসের প্রতি মর্ম্মান্তিক দ্বেষ!—রমণীর নামে খড়্গ-হস্ত!—নারী জাতি ধর্ম্ম উপার্জ্জনের ভীষণ বৈরী!—এম্‌নি ভাব দেখান হয়, যেন মহাপুরুষ নিজে অযোনি-সম্ভব!—আবার পরক্ষণেই ঠিক্ তা'র বিপরীত!—যেন পূর্ব্বকার তিনিই নন্। তখন নারীজাতির প্রশংসা আর এক মুখে ধরে না,—রমণী সংসারের শ্রী—জীবনের আধার—ধর্ম্মের সঙ্গিণী—হৃদয়ের শোণিত—যে গৃহে নারী নাই সে গৃহ শ্মশান—হায়! হায়! রাজচরিত্রের এ অপূর্ব্ব প্রহেলিকার অর্থ কে কর্‌তে পারে? এই আমা-দের মহারাজ আগে ত বিবাহ কর্‌রেনই না,—এখন দেখ্‌চি তাঁ'রে থামিয়ে রাখা ভার!—একটা রমণীর জন্য একেবারে উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছেন! রাজা রাজ্‌ড়ার সবই স্বতন্ত্র—সব তাতেই বাড়াবাড়ি—একেবারে একটা নারীর জন্যে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ ক'রেছেন!—কেবল

রাতদিন কি ছাই চিন্তা করেন!—আরে হতভাগা! যদি ইচ্ছে করিস্, তবে তোর আবার নারীর ভাবনা? মনে কর্‌লে যে রমণীর রাসলীলা ক'র্‌তে পারিস্!—তা' বড় লোকের সবই শোভা পায়।—আমরা হ'লে হয়ত পাগল ব'লে এত দিন উন্মাদালয়ে অবস্থানের বন্দোবস্ত হ'ত যা'হো'ক, মহারাজের এ রোগের প্রতিকারের ত এখন কোন উপায় দেখিনে?—কাশীরাজের কন্যার মত কি আর রূপসী নারী এ পৃথিবীতে নেই, যে তা'র জন্য এত উন্মত্ত?—আর তাই যেন হোল—মান্‌লেম, সে অদ্বিতীয় রূপসী! ভাল, তা' নিজের মনের ভাব প্রকাশ ক'রে কাশীরাজের নিকট দূত পাঠালেই ত হয়?—তা'ও হ'বে না, তবে বৃথা এ পীরিতের পাক চড়িয়ে শুধু ব'সে ব'সে হায় হায় ক'র্‌লে কি হবে?—যাই, এখন দেখিগে, কোথায় ব'সে, সেই নূতন প্রেমিক আবার কন্দর্পদেবের উপাসনা ক'র্‌চেন।

[প্রস্থান।

ক্ষণকাল পরে চিন্তিত ভাবে ধীরে ধীরে
শাল্বরাজের প্রবেশ।

শাল্ব।—প্রণয়ে এত যন্ত্রণা?—বিরহতপ্তহৃদয়ের জ্বালা কি কিছুতেই জুড়াবার উপায় নাই? আছে, অহর্নিশ

কেবল সেই প্রণয়িনীর প্রেমময় মূর্ত্তির উপাসনা।—তা' নিষ্ঠুর বিধাতা মস্তকোপরি যে গুরুতর ভার অর্পণ ক'রেছেন, তা'তে যে ক্ষণকাল নির্জনে ব'সে হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত ক'রে সেই অনুপম রূপ মাধুরির উপাসনা কর্‌বো, তা' এ হতভাগ্যের অদৃষ্টে হয় না। রাজকুমারী অম্বা কি সত্যই আমার প্রতি অনুরাগিণী?—বিধাতা সত্যই কি আমার নিমিত্ত সেই অনুপম স্বর্গীয় কুসুমটিকে সৃজন ক'রেছেন?—আমি কি এতই ভাগ্যবান?—কৈ অন্তরে ত সে প্রকার সুধাময় আশা নির্ঝরিণীর চিহ্ন মাত্রও লক্ষিত হয় না?—বরং দিন দিন অপার অনন্ত ভীষণ নিরাশা-মরুভূমির সৃষ্টি হ'চ্ছে, বিরহতাপে অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দগ্ধ হ'য়ে যাচ্চে! ভাল, কিছুতেই কি এ জ্বালা জুড়াবার উপায় নাই?—মনুষ্যেরা কুসুমকে চিত্ত-বিনোদনের অমোঘ ঔষধি ব'লে তা'র সমাদর ক'রে থাকে, এবং পুষ্প-কুলের মধ্যে কমলিনীর এই সম্বন্ধে অসামান্য গুণ থাকাতে তাঁ'কে ফুল-কুলেশ্বরি ব'লে থাকে, কিন্তু নলিনী ত ভগ্ন-হৃদয়ের হৃদয়-জ্বালা জুড়াতে পারে না বরং সে জ্বালা আরো বৃদ্ধি করে দেয়! এবং উপরন্তু চয়নকর্ত্তার হস্ত কণ্টকে ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে যায়! কমলিনীর তাও আরাম কর্‌বার

সাধ্য নাই। কিন্তু কামিনী-কুসুম সমস্ত ফুল-কুল অপেক্ষা কমনীয় ও নয়ন স্নিগ্ধকর।—কামিনীর বিরহে দগ্ধ-হৃদয় শতধা ভিন্ন হ'লেও কামিনী-কটাক্ষ রূপ স্বর্গীয় অমৃত-রাশি সিঞ্চনে মুহূর্ত্তমধ্যে সেই হৃদয়ে নবজীবন প্রদান কর্‌তে পারে।—এখন ক্ষণকাল সেই সংসার-ললামভূতা, শাল্বের হৃদয়ের একমাত্র উপাস্য দেবতা, সেই কাশীরাজ তনয়ার অমৃতময় প্রতিমূর্ত্তি খানি নয়ন ভ'রে দর্শন ক'রে অন্তরকে স্নিগ্ধ করে হৃদয়ের অসহ্য জ্বালা জুড়াই!—(বক্ষঃস্থল হইতে একখানি চিত্র-পট বাহির করিয়া সাগ্রহে দর্শন পূর্ব্বক) কৈ, নয়নের ত তৃপ্তি হয় না, বরং দর্শন-পিপাসা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হ'চ্চে!—ভাল আজ নয়নকেই সন্তুষ্ট ক'র্‌বো।—(একান্তে দর্শন)

পুষ্পকেতুর প্রবেশ।

পুষ্প।—এই যে! মহারাজ যে একেবারে বাহ্য-জ্ঞান শূন্য হ'য়ে ব'সে সেই মদন-মোহিনীর উপাসনা কর্‌চেন। (নিকটে গিয়া)—মহারাজ! এই দেখুন, আপনার তপ-প্রভাবে কন্দর্প-দেব সশরীরে এসে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হ'য়েছেন!

শাল্ব।—কে ভাই পুষ্প!—এস!—ভাই অনঙ্গ যদি

শরীরী হ'ত, তা হ'লে আমি দ্বিতীয়-বার তাঁরে ক্রোধানলে ভস্মীভূত কর্‌তে ত্রুটি কর্‌তেম না!

পুষ্প।—বলেন কি মহারাজ!—তবে আপনার কাছে আশাই বিপদ! কি জানি, পাছে কোন সময় আমাকেই কন্দর্প ভেবে ভস্ম কোরে ফেলেন!

শাল্ব।—(সহাস্যে)—না ভাই! তোমার সে ভয় নাই।—তোমার ন্যায় মদনের রূপ হ'লে, রতিদেবী আজও বিধবা থাক্‌তেন—হরকোপানলে-ভস্ম হ'বার প'র তা'কে আর পুনর্জ্জীবিত ক'র্‌তেন না।

পুষ্প।—এবং তা' হ'লে, আজ এমন ক'রে ব'সে মহারাজকে আর এক্‌টা সামান্য নারীর জন্য কন্দর্পের উপাসনাও কর্‌তে হ'ত না!

রাজা।—কি বল্যে ভাই!—সামান্য নারী?—ভাল, এই চিত্র-পটখানি দেখ দেখি।—(দান)

পুষ্প।—(দেখিয়া)—মহারাজ! এ কোন্ দেবীর প্রতিমূর্ত্তি!—নন্দন-কানন ভিন্ন এ কুসুম মর্ত্তলোকে কখনই প্রস্ফুটিত হয় না!

শাল্ব।—হাঁ ভাই, তা যথার্থ!—এই প্রতিমূর্ত্তিই আজকাল শাল্বরাজের হৃদয়ের উপাস্য দেবী!

পুষ্প।—বলেন কি মহারাজ!—এই কি সেই কাশী-

রাজকন্যা অম্বার প্রতিমূর্ত্তি?—আশ্চর্য্য!—না মহারাজ! আমার ত বিশ্বাস হয় না।

শাল্ব।—ভাল, একি দেখ দেখি। (প্রতিমূর্ত্তির চরণ প্রান্ত-প্রদর্শন)

পুষ্প।—একি? কি লেখা যে? দেখি, দেখি?—(পাঠ)

"কাশীরাজ-বালা অম্বা চির-বিরহিণী
গতিমতি সৌভপতি প্রেম ভিখারিণী!"

কি আশ্চর্য্য!—মনুষ্যে এতরূপ অসম্ভব!—না মহা-রাজ, এ নিশ্চয়ই কোন দেবকন্যা আপনাকে উন্মত্ত কর্‌বার জন্য ছলনা ক'রেছেন!

শাল্ব।—হাঁ ভাই! তা'ই সম্ভব!—আমার ন্যায় হত-ভাগ্যের অদৃষ্টে যে এমন নারী-রত্ন লাভ হ'বে, এমন ত বিশ্বাস হয় না!

পুষ্প।—কিন্তু মহারাজ! এ প্রতিমূর্ত্তি যাঁর, তিনি যদি যথার্থই মানবী হন, আর সত্যই যদি আপনার মনোহারিণী সেই কাশীরাজকন্যা হন, তবে দেখ্‌চি আমাদের রাজসিংহাসনের জন্য মহারাজারও একটি প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত কর্‌বার আয়োজন কর্‌তে হবে!—

শাল্ব।—কেন ভাই?

পুষ্প।—তা বই কি!—মহারাজ কি আর এমন সুর-বালার সংগীতসুধা ত্যাগ ক'রে সভাসদ্-গোময়োত্থগণের ভন্ ভনানি শুন্‌তে আস্‌বেন?

শাল্ব।—(সহাস্যে)—না ভাই, সে ভয় ক'রো না। এখন দেখ, মদনোৎসবের ত আর দিন নাই, সুতরাং আমি মনস্থ ক'রেছি, যে কল্যই বারাণসী যাত্রা কর্‌বো।—কিন্তু ভাই পুষ্প! তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে।—কি বল?

পুষ্প।—তাই ত মহারাজ! আবার ষোড়শোপচারে উদরদেবের পূজা ক'রে আপনাকে বাধিত কর্‌তে হবে?—হা, হা, হা—তা চলুন, আজ হ'তেই তা'র মঙ্গলাচরণ ক'য়ে রাখিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

জাহ্নবীতীর।—কাশীরাজান্তঃপুরস্থ পুষ্পোদ্যান।

মন্দাকিনীর প্রবেশ।

মন্দা। কৈ এখানেও নেই? তবে গেলেন কোথায়? এমন মেয়েও তো দেখিনি, কি যে ভাবেন তা'র ভাব বোঝা যায় না। এত প্রবোধ দিই, কিছু-তেই কান নেই! ভাল, প্রণয় কি কারো হয় না? না, এই তোমার নূতন? আর যখন স্বয়ম্বরা হ'চ্চ; তখন আবার ভাবনা কিসের? যার জন্য এত ভাব্‌চ, তা'র গলায় মালা দিলেই ত সব জ্বালা মিটে গেল! তাও বোঝেন্ না, বলেন আমার মনে যেন কত খানা কু-ভাবনা আসে। কিসের কু-ভাবনা, শাল্বরাজ যদি স্বয়ম্বর-সভায় না আসেন? তা, সে ভাবনা মন্দাকিনী ভাবে না,—মন্দা সে ভয় দূর ক'রেছে!—যে মহৌষধ পাঠায়েছে, তাতে শাল্ব-রাজ উন্মত্ত না হ'লে বাঁচি!—প্রিয়সখী তা জানে না,—ভাবেন মন্দা কেবল তারে

নিষ্ফল প্রবোধই দিয়ে থাকে!—এখন রাজকুমারী যেমন শাল্ব-রাজের জন্যে পাগল হ'য়েছেন, সৌভপতিও যদি এঁরে এম্‌নি ভাল বাসেন, তবে এ মিলনটি না জানি আহা কত সুখেরই হ'বে?—এখন দেখিগে আবার তিনি কোথায় গেলেন?—প্রিয়সখী যে দৃঢ় ব্রত সাধন কর্‌বেন, তাতে দেখ্‌বো এবার এ গৌরীর তপস্যায় সে ভূতনাথ আবির্ভূত হন্ কি না? কিন্তু এবার মদন ভস্ম না হ'য়ে বরং সহস্র প্রাণ পা'বে!— (প্রস্থান)

কিয়ৎক্ষণ পরে অন্যমনে পুষ্প চয়ন করিতে করিতে ধীরে ধীরে অম্বার প্রবেশ।

অম্বা।—কৈ, প্রিয়সখী মন্দা যে বল্‌লে প্রমোদ-কাননে খানিক বেড়ালে প্রফুল্ল কুসুমের সৌরভে আমার মনের জ্বালা সব দূর হ'বে!—তা হ'ল কৈ?—এই ত সেই অবধি এখানে রয়েচি—কতশত ফুল তুলে তুলে গন্ধ নিলেম, তা কৈ, তাতেও তো কিছু হ'ল না? বরং উত্তরোত্তর সে জ্বালার আরো বৃদ্ধি হ'চ্চে, তবে কি প্রিয়সখী আমায় বিদ্রূপ কর্‌লে?—দূর হোক্, আর এ ফুলের বাস নিয়ে কি কর্‌বো?—অম্বার পক্ষে এ গুলো এখন শেল বোধ হচ্চে!—(পুষ্প গুলি ভূতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক) প্রিয়সখী বলে, যখন আমি স্বয়ম্বরা হ'চ্চি,

তখন আমার আর কিসের ভাবনা?—তা আমিও বুঝি।—কিন্তু আমার মন যে কিছুতেই প্রবোধ মানে না?—সে যে কত কি ভাবে; বোধ হয় যেন এ পোড়া অদৃষ্টে সুখসংঘটন নাই।—শাল্বরাজ কি তবে এ স্বয়ম্বর সভায় আস্‌বে না?—অভাগিনীর অদৃষ্টে কি আরও যন্ত্রণা আছে?—প্রাণেশ্বর!—তুমি পুরুষ,—রমণীর যে কত জ্বালা তা তুমি কি বুঝ্‌বে?—প্রিয়তমের অদর্শনে রমণী-হৃদয় যে কিরূপ দগ্ধ হয়—অন্তরের গভীর গহ্বরে প্রণয়-শিখা প্রজ্বলিত হ'য়ে যে কিরূপ অসহ্য যাতনা দেয়, তা রমণী ভিন্ন কে জান্‌বে?—হৃদয় যদি দেখা'বার হ'ত—কিংবা যদি এমন কোন যন্ত্র থাক্‌তো, যা দিয়ে হৃদয়ের স্তরে স্তরে সুন্দররূপে দৃষ্টি সঞ্চার হ'ত,—অথবা হৃদয়ের যন্ত্রণা-রাশি যদি মানুষের চিত্র কর্‌বার ক্ষমতা থাক্‌তো, তা হ'লে, প্রাণেশ্বর! আজ দেখ্‌তে অভাগিনী অম্বা তোমার জন্যে দিবানিশি কিরূপ অসহ্য যাতনা ভোগ কর্‌চে!—অম্বার হৃদয় পাষাণ ব'লে আজও অক্ষুণ্ণ র'য়েছে,—অন্য কারো হ'লে বোধ হয় এত দিন সহস্র খণ্ডে চূর্ণ হ'য়ে যেত!—(দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টিপাত করতঃ)—এই যে প্রিয়সখী মন্দা এই দিকেই আস্‌চে।—সই—।

মন্দাকিনীর প্রবেশ।

মন্দা। ভালা ভাই! এমন জায়গা নেই যে তোমায় খুঁজিনি! আমি আরো ভাব্‌ছিলেম প্রিয়সখী বুঝি প্রেমের পাখায় ভর ক'রে তাঁর প্রাণনাথ উদ্দেশে উড়েছেন!

অম্বা। ভাই মন্দা! মানুষের যদি পাখীর মত উড়্‌বার শক্তি থাক্‌তো, তা হ'লে কি আর ভাবনা ছিল? তা হ'লে এ পৃথিবীতে দুঃখ জ্বালা ব'লে আর কোন কথাই থাক্‌তো না! কিন্তু বিধাতা মানুষকে সে সুখে বঞ্চিত করেছেন।

মন্দা। যখন সে উপায় নেই, তখন আর তার জন্যে দুঃখ করে কি হ'বে? যাহোক ভাই! এখন এ প্রফুল্ল কুসুমটীতে মনোমত মধুকর এসে মধুপান কর্‌লেই সকলই সুখের হয়! সখি! জান তো ফুল আপনা হ'তেই ফুটে, গাছ আলো ক'রে থাকে, ভ্রমরের নিকট যায় না, বরং ভ্রমরই কুসুমের কাছে এসে থাকে।

অম্বা। হ্যাঁ সখি তা যথার্থ, কিন্তু বল দেখি ফুল ফোটে কি জন্যে,—ভ্রমরের জন্যেই ত?

মন্দা। ভ্রমর কি জন্যে,—ফুলের জন্যেই ত।

অম্বা। না সখি! এবার হ'ল না। দেখ ভ্রমরের কত ফুল আছে, কিন্তু ফুলের সেই এক ভ্রমর ব্যতীত

মন্দা।—কেন ভাই!—আমার কি দোষ? ছি সখি!—এখন এ সব মান বৃথা নষ্ট কর্‌চো কেন?—যখন যথার্থ আবশ্যক হ'বে, তখন আবার খুঁজে পা'বে না।

স্থর-বালার প্রবেশ।

স্থর।—সখি!—দেখসে, দেখসে!—প্রমোদ-কুঞ্জে বড় চমৎকার শোভা হ'য়েছে!—তোমার সেই মালতী গাছটী আজ স্বয়ম্বরা হ'চ্চে!—গাছটীতে নূতন ফুল ফুটেছে ব'লে কত শত মধুকর ও ভ্রমর যে এসেছে, তার সংখ্যা নেই!—তা'দের একসঙ্গের গুণ গুণ শব্দ যে কি চমৎকার শুন্‌তে হ'চ্চে, তা আর কি বল্‌বো?—প্রিয়-সখী অম্বিকা আর অম্বালিকা সেখানে র'য়েছেন—তোমাদের শীগ্‌গির ডাক্‌চেন।—

মন্দা।—(অম্বার প্রতি) চল, সখি! চল, চল।—

[প্রস্থান।

নেপথ্যে!—ওলো! উলু দে উলু দে।—দেখ্‌চিস্‌নে ঐ যে একটি ভ্রমর গিয়ে ফুলের উপরে ব'সেছে!—ঐ দেখ্ স্বয়ম্বর হ'য়ে গেল!—আ মরণ, উলু দে না!—

নেপথ্যে।—ওমা! তাই ত!—ওলো! উলু দে উলু দে।— (নেপথ্যে উলুধ্বনি)

পুষ্পাভরণ-বিভূষিত পরস্পরের কটি-দেশ আলিঙ্গন করতঃ মদন ও রতির প্রবেশ।

রতি।—প্রাণের মদন!—

মদন।— কেন মদন-মোহিনী?—

রতি।—এ কোথায় এলেম মোরা?—

মদন।— সে কি প্রাণেশ্বরি!

চিনিতে নারিছ মোরা এসেছি কোথায়?—

রতি।—

কেমনে চিনিব বল!—তুমি যে মদন!
সম্মোহন শরে মরি চেতনা আমার
হ'রেছিলে একেবারে!—কত রঙ্গ জান,
তব ইচ্ছাধীন যেই, তাহারেও তুমি
কর, ফুলশর! তব শরের অধীন!—
এখনও ভালমতে সামলিয়া নিতে
পারি নাই, প্রাণনাথ!—কাজেই চিনিতে
পারিছিনা আসিলাম কোথায় আমরা!—

মদন।—(রতির মুখচুম্বন করিয়া)—

বিধুমুখে এত সুধা না ধরিলে কভু
মদনে রাখিতে কিহে চরণে বাঁধিয়া?—
দেখ তবে আঁখি মেলি মদন-মোহিনী!
সম্মুখে বিরাজে অই পূত প্রবাহিনী—
উত্তর-বাহিনী গঙ্গা, শৈল-রাজ-বালা,

দুলাইছে ধীরে ধীরে তরঙ্গের মালা
বারাণসী-পদ-প্রান্তে।—

রতি।—(সহাস্যে)—

ওমা তাই ত!
এ যে কাশীরাজ পুরী? ভাল ফুলবাণ!
ভাল কথা মনে হলো,—তুমি না সেদিন
ব'লেছিলে. কাশীরাজ তনয়া সকল
স্বয়ম্বরা হইবেক মদন উৎসবে?—
জান ত প্রাণেশ তুমি!—জ্যেষ্ঠা রাজবালা
কত ভক্তিভাবে পূজে চরণ আমার?—
তাই সে আমার বড় আদরের ধন,
কত ভালবাসি তারে না পারি কহিতে!—
দেখি নাথ একবার! সে রাজ-বালার
প্রণয়ের চিত্র-পট লিখেছ কেমন?—

মদন।—(পুষ্পগুচ্ছ হইতে একখানি আলেখ্য বাহির করিয়া)—এই দেখ আদরিণি!

রতি।—(সাগ্রহে চিত্র-পট হস্তে লইয়া ক্ষণকাল দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক)—একি প্রাণেশ্বর!

(ভূমিতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক অধোবদনে স্থিতি)।

মদন।—(ত্রস্তে)—

কেন, কেন, কি হয়েছে, মদনমোহিনি!
কিসের কারণে বল, হইলে মানিনী? (রতির চিবুক ধারণ)

রতি।—

যাও নাথ সোহাগেতে আর কাজ নাই,
যত ভালবাস মোরে জানিয়াছি বেশ!—
ব'লেছিনু বড়মুখে তোমারে মদন!
ভাল করি আঁকিতে এ প্রেম চিত্র-খানি।
বিরহ-বিষের বিন্দু ভ্রমে যেন তাহে
কখন পড়ে না; কিন্তু, সে মুখ আমার
রাখিয়াছ ভাল মতে!—

মদন।—

কই দেখি দেখি?
(চিত্র-পট লইয়া দর্শন পূর্ব্বক সহাস্যে)
ওহো বুঝিয়াছি,—মনে হইয়াছে রতি!
যেরূপে এ চিত্র তব হয়েছে এরূপ।
তব আদেশেতে প্রিয়ে! বসি' ধীর মনে,
বাছিয়া বাছিয়া ল'য়ে কুসুম-পরাগ,—
মন্দার আসব সনে মিলায়ে যতনে
সাবধানে সন্তর্পণে আঁকিতেছিলাম
তোমার অম্বার প্রেম-চিত্র-পটখানি।
জানি আমি ভালমতে, অতুলা রূপসী,
প্রাণের অধিক তুমি ভালবাস তা'রে।
তাই প্রিয়ে সযতনে নিখুঁত করিয়া
চিত্রিলাম পটখানি,—ভাবিলাম মনে
প্রেম-উপহার বলি' তোমারে অর্পিব।

এমন সময়, প্রিয়ে, সহসা আমার,
কাঁপিল কুসুম-স্রজ মস্তক উপরে,—
কাঁপিল কুসুম-চাপ, টঙ্কারিল গুণ,
তূণ মাঝে সম্মোহন উঠিল নাচিয়া।
ধ্যানে জানিলাম, বসি' মন্দাকিনী কুলে—
পারিজাত উপবনে সুরেন্দ্রাণী সনে
সুরেশ স্মরেন মোরে। অমনি তরস্তে
সামলি রাখিতে পুষ্প-পরাগ সকল ;
নিকটে বিরহ-বিষ আছিল ভাজনে
তুলিতে সহসা, শির হ'তে ফুল এক
খসিয়া পড়িল তাহে—বিরহ গরল
চৌদিকে হইল ব্যাপ্ত কুসুম-আঘাতে।
নিকটে আছিল তব এই চিত্র খানি,
লাগিল দু-এক বিন্দু উহার অঙ্গেতে।

রতি।—

যাও, নাথ! কাজ নাই মিছে শঠতায়,
জানিয়াছি যত ভাল বাস হে আমায়!—

মদন।—

(রতির পদযুগল ধারণ করিয়া)

পায়ে ধরি, প্রাণেশ্বরি, পরিহর মান
ক্ষমহ অজ্ঞান-কৃত অপরাধ কণা।
বলি তবে শুন, স্মর-মানস-মোহিনি!
চিত্রের এ দোষ যাহে হইবে খণ্ডন।

এই যে কুন্তলে তব মন্দার-কলিকা
চুম্বিতেছে গণ্ডস্থল, অতুলা রূপসী!
যদি কোন রূপে অম্বা পায় এ রতন,
চিত্রের অশুভ চিত্র হইবে খণ্ডন।

রতি।—

বুঝেছি মদন তব মনের যে ভাব।
ভেবেছ এ ফুল মম বড় প্রিয় ধন,
পারিব না দিতে কভু পরাণ ধরিয়া!
কিন্তু, নাথ, জান নাকি রমণীর লাগি'
রতির অদেয় কিছু নাহি ত্রিভুবনে!
দিতে পারি হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ি' অনায়াসে
রমণীর তাহে যদি হয় উপকার!
অথবা তাহার চেয়ে আরো প্রিয়তর
জীবন-সর্ব্বস্ব-ধন তোমারে মদন
যদ্যপি ত্যজিতে হয়, তাহাতেও রতি
টলিবে না এক পদ; এ ত তুচ্ছ ফুল!
এই আমি চলিলাম অম্বার উদ্দেশে,
দিব এ কুসুম-কলি তাহার কুন্তলে!—

(প্রস্থানোদ্যত)

মদন।—

ধন্য তুমি রমণীর-মণি! কিন্তু প্রিয়ে!
মদনের পুরস্কার?

রতি।—

লও ইচ্ছামত !

(মদন কর্ত্তৃক মুখচুম্বন ও রতির প্রস্থান)

মদন।—

কি করিব আমি আর থাকিয়া এখানে ?
যাই, দেখি কি হ'তেছে নন্দন-উদ্যানে ?

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাশীরাজ প্রাসাদান্তর্গত একটী প্রকোষ্ঠ।

অম্বিকা ও অম্বালিকা আসীনা।

অম্বিকা।—দিদির কথা আর বলিস্‌নে। তার ভাব দেখে অবাক্ হয়েচি। কিসের যে এত ভাবনা তা বুঝ্‌তে পারিনে।

অম্বালিকা।—বল কি দিদি ? কিসের নাকি ভাবনা ? —প্রণয়ে ত কখন পড়নি, সুতরাং তার জ্বালা জান না—তাই অমন কথা ব'ল্‌চ।

অম্বিকা।—প্রণয়ে আবার পড়াপড়ি কি, তা' ত

বুঝিনে! প্রণয় আমার, তা আগে থাক্‌তে লোক্‌কে দিয়ে কেন জ্বালা সইব?—যখন সময় হ'বে তখন প্রেমের প্রবাহ বহাবো!

অম্বালিকা।—তবে তুমি প্রণয়ের সুখ জান না।

অম্বিকা।—দুঃখও জানিনে! আগে প্রণয় দিয়ে যত সুখ তা ত দিদিকে দিয়েই দেখ্‌চি?—

অম্বালিকা।—আচ্ছা দিদি! তোমাকে একটা কথা বলি, তুমি পূর্ব্বরাগের বিরোধিনী—ভাল বল দেখি, পূর্ব্বরাগ না থাক্‌লে প্রণয়ে সুখ কোথায়? এই তুমি ভাব, কারো প্রতি তোমার প্রণয় নেই। ভাল বল দেখি, তোমার স্বামী যদি তোমার মনোমত না হন্, তখন কি কর্‌বে?—

অম্বিকা।—যখন স্বয়ম্বরা হচ্চি, তখন আবার স্বামী মনোমত হ'বে না কেন?—

অম্বালিকা।—ভাল মান্‌লেম, তোমার স্বামী কন্দর্পের মত রূপবান্, আর রামের মত গুণবান্ হ'লেন,—তুমি তাঁরে প্রাণের চেয়েও ভালবাস্‌লে, কিন্তু, বোন্! যদি তুমি সে ভালবাসার প্রতিদান না পেলে, তখন কি কর্‌বে?—

অম্বিকা।—কেন?—প্রাণপণে যা'তে স্বামীর প্রণয়

পাই, তার চেষ্টা কর্‌বো,—প্রেম-ভক্তিতে স্বামীর চরণ অভিষিক্ত কর্‌বো,—তাতেও যদি তাঁর মন না পাই, এততেও যদি তাঁর প্রণয়-সিন্ধু আমাকে কণামাত্রও দিতে বিমুখ হয়,—তবে এ জন্মের মত সুখ-সৌভাগ্যে জলাঞ্জলি দিয়ে প্রেম-ব্রত উদ্‌যাপন কর্‌বো।

অম্বালিকা।—তবে বোন্ দেখ্ দেখি! আগে প্রণয় দিয়ে বেশি জ্বালা না পরে? তবে তুমি বড় দিদিকে কেন দোষ দিচ্ছিলে?

অম্বিকা।—না বোন্! জ্বালা দুয়েতেই সমান, কিছুতেই কম বেশি নেই।

অম্বালিকা।—বাঃ—পূর্ব্বরাগের চেয়ে নিরাশ প্রণয়ে বেশি জ্বালা নয়?

সুরবালার প্রবেশ।

সুর।—বেশ যা হোক্!—তোমরা ত ভাই বেশ্ এখানে নিশ্চিন্দি হয়ে বসে রয়েছ? আজ যে তোমাদের সেই আদরের কুরঙ্গিণীর সঙ্গে একটী কুরঙ্গের বিয়ে দেবে বলেছিলে, তা কি মনে নেই? কঞ্চুকি মহাশয় পশু-শালা থেকে বড় সুন্দর একটী হরিণ এনেছেন। আমরা সেই অবধি বিয়ের উজ্জুগ ক'রছিলেম,—ফুল

তোলা—মালা গাঁথা, সব শেষ হয়েছে; এখন তোমরা গেলেই হয়।

অম্বিকা ও অম্বালিকা।—ওমা তাই ত?—আমাদের যে কিছুই মনে ছিল না?—চল সখি! চল চল, বিয়ের লগ্ন ফুরিয়ে গেল!

[সকলের প্রস্থান।

বিষণ্ণভাবে অম্বার প্রবেশ।

অম্বা।—কেন এত নিরাশা?—যতদূর মন যায়—অন্তরের—অন্তর মধ্যে ত কোথাও বিন্দু-মাত্রও আশার চিহ্ন দেখ্‌তে পাইনে?—কেবল চারিদিকে নিরাশার আগুন হু হু ক'রে জ্বল্‌চে! এ আগুনের কি নির্ব্বাণ নেই? ভাল, এ নিরাশার মূল ত কোনখানে দেখ্‌তে পাইনে? মন যে কেন এত হতাশ হ'চ্চে তার কি কোন কারণ নেই?—কত ভাবি মনকে দৃঢ় কর্‌বো, এ নিরাশাকে মন থেকে দূর কর্‌বো—মনে আশা বাঁধ্‌বো, কিন্তু তা পারি কই?—কোথা হ'তে যেন নিরাশা আগুন একেবারে অন্তর মধ্যে প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে স্তরে স্তরে অন্তরকে দগ্ধ করে?—দূর হোক, এবার মনকে খুব শক্ত কর্‌বো। মন্দা যে বলে মনের বেগ একটু একটু ক'রে নিরাশার দিকে গিয়েছে ব'লে এখন ক্রমে তার স্রোত

বৃদ্ধি হ'চ্চে, এখন যত্ন ক'রে ধীরে ধীরে সে বেগ ফেরা'লে আশার দিকেই মন যাবে,—তা মন্দার কথাই শুনবো, দেখি, এত ক'রেও মনকে সুস্থ রাখ্‌তে পারি কি না?—

(ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে অবস্থিতি)

মন্দাকিনীর প্রবেশ।

মন্দা।—সখি! একটী মালীদের মেয়ে এসেছে; ভাই, তার যে রূপ! আ মরি মরি, ছোট লোকের ঘরে এত রূপ আমি কখন দেখিনি! যদি তুমি তা'রে দেখ্‌তে চাও, তবে এখানে ডেকে নিয়ে আসি। তা'র মিষ্টি কথা শুন্‌লে তোমার শরীর জুড়িয়ে যা'বে।—

অম্বা।—কৈ তারে আন দেখি?—

[মন্দাকিনীর প্রস্থান।

নেপথ্যে।—ও ভাই, মালীদের মেয়ে! একবার এদিকে এস তো?—রাজকুমারী অম্বা তোমাকে ডাক্‌চেন।—

নেপথ্যে।—রাজকুমারী ডাক্‌চেন? ওমা, আমার কি ভাগ্‌গি!

মাল্যকার-রমণী-বেশধারিণী রতিদেবীকে সঙ্গে লইয়া মন্দাকিনীর পুনঃপ্রবেশ।

অম্বা।—(রতিকে দেখিয়া স্বগত) ওমা তাই ত, মন্দাকিনী ঠিক ব'লেছে—আহা, এমন রূপ ত কখন দেখিনি!—(প্রকাশ্যে)—বোস ভাই, এখানে বোস।—

রতি।—রাজকুমারীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য! আজ আমি পবিত্র হ'লেম।

অম্বা।—তোমার নামটী কি ভাই?

রতি।—রাজকুমারি! আমার নাম কুসুম-কুমারী।

অম্বা।—আহা, যেমন রূপ, তেমনি নামটীও সুন্দর!

মন্দা।—হ্যাঁ ভাই কুসুম! তোমার বাড়ী কোথা ভাই?

রতি।—আমাদের মত গরিব মানুষের কি আর বাড়ী ঘরের ঠিক আছে? যখন যেখানে যাই, তখন সেই খানেই বাড়ী।—যখন যিনি দয়া ক'রে আদর ক'রে ডাকেন, তখনই তাঁর কাছে যাই।

অম্বা।—হ্যাঁ ভাই! তোমার কিসে চলে?

রতি।—রাজকুমারি! এই ফুল বেচে যা' পাই তা'তেই কোন রকমে দিন কাটিয়ে দিই!

মন্দা।—তোমার স্বামী আছেন?

রতি।—(সহাস্যে) তা কি আমায় দেখে বুঝ্‌তে পার্‌চেন না?

অম্বা।—হ্যাঁ কুসুম! তোমার স্বামী, বোধ হয়, তোমায় খুবই ভাল বাসেন?

রতি।—রাজকুমারি! আমার পোড়া স্বামীর কথা আর বল্‌বেন না। তা'র জ্বালায় আমি ব'লে কেন—বল্‌তে

গেলে ত্রিভুবনের লোক জ্বালাতন হয়! কেবল ফুল দিয়ে লোকের মন মজিয়ে বেড়ায়; আমাকেও এক দণ্ড চোকের আড়াল কর্‌তে চায় না,—রাত দিন কেবল এক সঙ্গে থাকে—যেখানে যাই সঙ্গে সঙ্গে ফেরে!

অম্বা।—তবে ত তোমার স্বামী তোমায় খুব ভালবাসেন?

রতি।—হ্যাঁ রাজকুমারি! পৃথিবীতে কেবল ঐ সুখটিই আছে। এই আপনারা স্বয়ম্বরা হ'বেন শুনে বড় ইচ্ছে হলো যে, এক এক গাছি মদন-মোহিনী মালা গেঁথে আপনাদের চরণে দেব, তাই কত কাণ্ড ক'রে তবে এসেছি।

মন্দা।—কৈ ভাই, কেমন মালা দেখি?

রতি।—এই যে। (বস্ত্রমধ্য হইতে একখানি ক্ষুদ্র ডালা বাহির করিয়া তন্মধ্য হইতে পুষ্প-মালা লইয়া অম্বার হস্তে দান)

অম্বা।—বাঃ! কি সুন্দর মালা ছঁড়াটি! আ মরি মরি!

মন্দা।—তাই ত? এমন সুন্দর ত কখন দেখিনি? (মালা স্পর্শ করিয়া)—কি চমৎকার!

অম্বা।—হ্যাঁ ভাই কুসুম! এ মালা ছঁড়াটি কি তোমার নিজের হাতের গাঁথা?

রতি।—হ্যাঁ রাজকুমারি! আমার স্বামী আগে গন্ধর্ব্ব-রাজের মালাকর ছিলেন, তিনি এ রকম বড় চমৎ-কার চমৎকার মালা গাঁথ্‌তে জানেন,—তা আমি তাঁরই কাছে শিখেছি।

অম্বা।—(রতির নিকটস্থ পুষ্প-ভাজনের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া)—ও দু'টী কি ফুল ভাই? আহা! এমন ফুল ত কখন দেখিনি!

রতি।—(পুষ্প হস্তে লইয়া) রাজকুমারি! এই ফুল দু'টি আমার স্বামী গন্ধর্ব্ব-রাজ্য থেকে এনেছিলেন, এর যে কত গুণ তা' বলা যায় না;—এ ফুল কখন শুকোয় না—আর যদি কোন হতাশ প্রণয়ী এ ফুল দুটী কুন্তলে পরেন, তবে তাঁর আর বিরহের ভয় থাকে না। প্রেমের পাত্রের সঙ্গে শীগ্‌গির মিলন হয়। তা রাজ-কুমারী যদি অনুগ্রহ ক'রে এ দু'টী নেন, তবে দাসী আপনার কুন্তলে পরিয়ে দিয়ে কৃতার্থ হয়।

অম্বা।—ভাই কুসুম! তোমার এ ঋণ শোধবার নয়।

রতি।—(অম্বার কুন্তলে পুষ্প প্রদান করিয়া) আ মরি মরি, কি সুন্দর দেখাচ্চে! আপনার কুন্তলে উঠে ফুল দু'টির যেন আরো শোভা বেড়ে উঠ্‌লো!

অম্বা।—বাঃ! কি চমৎকার গন্ধ! ফুলের এমন গন্ধ ত আমি কখন দেখিনি!

মন্দা।—তাই ত সই! ঘর যে আমোদ করেছে!

অম্বা।—(রতির প্রতি) তোমাকে এর জন্যে যে কি দেব, কি দিলে যে এর উচিত পুরস্কার হয়, তা ভেবে পাইনে। তা ভাই! (গলদেশ হইতে মতির মালা উন্মোচন করিয়া) এই সামান্য হার ছড়াটী তোমায় নিতেই হ'বে।

রতি।—রাজকুমারি! ক্ষমা করুন। আমরা গরীব মানুষ, এ মহামূল্য মতির মালা নিয়ে আবার কোন্ ফেরে পড়্‌বো? না না, এ দুঃখিনীর প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাক্‌লেই যথেষ্ট হ'বে।

অম্বা।—না ভাই, তা' হ'বে না। (মন্দাকিনীর প্রতি) যাও সখি। কুসুমকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে উচিত পুরস্কার করগে।

মন্দা।—এস ভাই, আমার সঙ্গে এস।

রতি।—রাজকুমারি! তবে বিদায় হ'লেম, দুঃখিনীকে মনে রাখ্‌বেন।

[মন্দাকিনীর সহিত প্রস্থান।

অম্বা।—(কুন্তল হইতে একটী পুষ্প লইয়া) এই

ফুল কুন্তলে প'র্‌লে বিরহের ভয় থাকে না! হতাশ প্রণয়ীর প্রেমের পাত্রের সঙ্গে শীঘ্রই মিলন হয়! তবে এ ফুল দু'টী হতভাগিনী অম্বার পক্ষে মৃত-সঞ্জীবনী সুধা! (পুষ্পটী পুনরায় কুন্তলে অর্পণ) তাই ত, এ দুটী একবার মাত্র আমার শরীরে স্পর্শ হওয়াতে যেন একবারে সমস্ত মনের জ্বালা জুড়িয়ে গেল! কৈ, আর ত সে নিরাশার বিন্দুমাত্রও দেখ্‌তে পাইনে? কিন্তু একি! হঠাৎ আমার সর্ব্ব শরীর এ রকম অবসন্ন হ'য়ে পড়্‌ছে কেন? আর যে বস্‌তে পারিনে! (হঠাৎ নিদ্রাভিভূত হইয়া শয়ন)

মদনের প্রবেশ।

মদন।—(সহাস্যে) হা, হা, রতিদেবী কিছুই বোঝেন না! বিরহিনীর হৃদয়-বেদনাতে যে মদনের কত আনন্দ হয়, তা' রতি জানেন্ না!—আর প্রণয়ে বিরহ না থাক্‌লে কি প্রেম এত মধুর হ'ত?—কন্দর্পের প্রণয়-চিত্র রতিদেবী বৃথা কর্‌বেন?—হা, হা, রতি!—তুমি মদন-মোহিনী বটে, কিন্তু অদ্যাপি মদনের অন্তর টের পেলে না! এখন এই মন্দার-কুসুম নিয়ে দেখ্‌চি, রতি-দেবীর সঙ্গে মদনের এক প্রলয় কাণ্ড হ'বে!—যাই হোক, এখন ত কন্দর্প তা'র উদ্দেশ্য সাধন করুক!

তাঁ'র চক্ষে কেউ জল দেখ্‌তে পাইনি—এখন সেই চক্ষু বর্ষার মেঘ হয়েছে।

অম্বিকা।—বলিস্‌ কি বোন্‌! এর কারণ কি?

অম্বালিকা।—বল্‌লেম ত, কারণ যে কি তা জিজ্ঞাসা কর্‌লে তিনি আপনিই বল্‌তে পারেন্‌ না—তা' আবার পরে কি জান্‌বে বল?

অম্বিকা।—দিদির আগাগোড়া কাণ্ড সমস্তই আশ্চর্য্য!—কিছুরই ভাব বোঝা যায় না।

সুর-বালার প্রবেশ।

সুর।—ও সখি!—তোমরা না গেলে কিছুই আমোদ হয় না, সকলেই যন্ত্র হাতে ক'রে কৌতুক-গৃহে ব'সে র'য়েছে—বল্‌বে যে তোম্‌রা না গেলে কেউ বাজাবে না—গাইবে না।

অম্বিকা।—দিদি কোথায়?—

সুর।—তিনি রাজ-মহিষীর কাছে আছেন, প্রিয়সখী মন্দাকিনী তাঁরে ডাক্‌তে গিয়েছে!

অম্বিকা।—চল আমরাও যাই!—

রাণী ও অম্বার প্রবেশ।

রাণী।—কেন মা অম্বা!—আজ্‌কের দিনে তুমি এমন

ক'রে একলাটি ব'সেছিলে কেন মা?—আজ তোমরা তিন বোনে স্বয়ম্বরা হ'বে, কত দেশের কতশত রাজা রাজপুত্র তোমাদের জন্যে এসে রাজপুরী উজ্জ্বল ক'রে বসে আছে—রাজ্যশুদ্ধ লোক আহ্লাদে উন্মত্ত হয়েছে—তুমি কেন মা আজ এমন হ'য়ে র'য়েছ?

অম্বা।—(সলজ্জে) না, মা! শরীরটে কেমন ক'রছিল ব'লে একটু নির্জ্জনে ব'সেছিলাম।

রাণী।—শরীরটে কেমন কর্‌ছিল মা? কোন ত অসুখ হয়নি?

অম্বা।—না মা!—তা কিছু হয়নি।

রাণী।—তবে যাও মা!—কৌতুক-গৃহে সকলে আমোদ আহ্লাদ কর্‌চে, সেখানে গেলেই তোমার সকল অসুখ সেরে যা'বে।

নেপথ্যে।—কৈ মা রাজমহিষী কোথায় গেলেন?

রাণী।—ঐ বুঝি পুরোহিত ঠাকুর এসেছেন, আমি যাই দেখিগে মদন-পূজার কতদূর আয়োজন করা হলো। যাও মা!—তুমি তোমার সখীদের কাছে যাও।

[প্রস্থান।

অম্বা।—(স্বগত) কৌতুক-গৃহে গেলে সকল অসুখ সেরে যা'বে!—যা'র, মনের মধ্যে আগুন জ্বল্‌চে তা'র

শরীরের উপর জল ঢাল্‌লে কি হ'বে?—(দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক)—মা গো!

মন্দাকিনী ও সুর-বালার পুনঃ প্রবেশ।

উভয়ে।—(অম্বাকে বেষ্টন পূর্ব্বক গীত)

সিন্ধু-খাম্বাজ।—দাদড়া।

আজ কি কারণে, বল সুলোচনে
বিরস-বদনে, আছ বসি'?—
বিরহ-রজনী পোহা'ল সজনী,
তোল তোল ধনী, মুখ শশী।
মনোমত পতি, লভি' রসবতি
তোর রতিপতি, সুখে ভাসি'।
হৃদয়ের জ্বালা, গেল রাজ-বালা
দেবে প্রেম মালা নাথে হাসি'।

অম্বা।—সখি! তোমাদের পায়ে পড়ি ভাই, আর আমারে জ্বালা দিও না।

মন্দা।—না ভাই! তা কোন মতেই হবে না।—আজ আমি কা'রো কোন কথা শুন্‌বো না।—এমন আহ্লাদের দিনে আজ আমাকে প্রাণ খুলে আমোদ কর্‌তে দাও।

অম্বা।—সখি! বিধাতা তোমায় আমোদ দিয়ে গড়িয়েছেন, তুমি আমোদ কর; কিন্তু অভাগিনী অম্বা যা'তে মনে ব্যথা পায়, তা' তোমার কি করা উচিত?

সুর।—কেন সখি!—তুমি কি শোন নি? শাল্বরাজ কত সৈন্য সামন্ত নিয়ে নগরে এসে উপস্থিত হ'য়েছেন?

অম্বা।—সখি! এতেও পরিহাস?

সুর।—না সখি! যথার্থ বল্‌চি। চল, বরং গবাক্ষ দিয়ে দেখ্‌বে চল, তোমার প্রাণেশ্বর নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যে পূর্ণচন্দ্রের মত শত শত রাজার মধ্যে ব'সে স্বয়ম্বর-সভা উজ্জ্বল ক'রে র'য়েছেন!

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চুকী।—রাজকুমারি! মদন-পূজার সমস্ত আয়োজন হ'য়েছে, রাজমহিষী সেখানে আপনাদের জন্যে অপেক্ষা ক'র্‌চেন। আবার ওদিকে স্বয়ম্বর-সভায় সমস্ত ভূপতিগণ উপস্থিত হ'য়েছেন, অতএব আর বিলম্ব ক'র্‌বেন না। কন্দর্প-পূজা কর্‌তে শীঘ্র আসুন।

মন্দা।—চলসখি! আর বিলম্বে কাজ নেই।

[সকলের প্রস্থান।

(ক্ষণকাল পরে নেপথ্যে শঙ্খ ও উলুধ্বনি এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত)

বাহার—আড়খেম্‌টা।

কর নতি, রসবতি, রতিপতি চরণে,
ঘুচিবে বিরহ-জ্বালা প্রাণপতি মিলনে!

হাসিবে সুখের পূর্ণশশী হৃদি-গগনে,
তুষিবে আশা-চকোরে সঙ্গ-সুধা বর্ষণে!
উথলিবে প্রেম-সিন্ধু ওলো ইন্দু-বদনে!
বহিবে আসঙ্গ-নদী খর-তর জীবনে!

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাশীরাজ-প্রাসাদ।—স্বয়ম্বর-সভা।

(কাশীরাজ ও অন্যান্য ভূপতিগণ উপস্থিত)

(নেপথ্যে বৈতালিকগণ কর্ত্তৃক সংগীত)

রামকেলী।—ঢিমে তেতালা।

দেখ ভূপগণ মেলিয়া নয়ন, দেখ দেখ, ওহে, চাহিয়া।
ত্রিদিবের শোভা রাশি, ভূতলে উদয় আসি,
হের হের আঁখি ভরিয়া।
তৃষিত চাতক-প্রায় সুউৎসুক মনে,
একান্তে রয়েছ সেই মন-আরাধনে,
সে নব নীরদ-চয়, কাশীরাজ কন্যাত্রয়
তুষিবেন আঁখি সব এখনি হে উদিয়া।
উজলিয়া রাজপুরী বরণ বিভায়,
চলিছেন যেন মরি মলয়জ-বায়,

করে লয়ে হেম থালা, প্রফুল্ল কুসুম-মালা,
স্বয়ম্বরে যান স্মরে পূজিয়া।
তুষিবেন ভাগ্যবানে, প্রেম-সুধা দানে,
দেবতাদুর্ল্লভ ধন অতুল ভুবনে,
হৃদয়ে হৃদয়ে হাসি, উথলিবে সুখরাশি,
রতি-পতি রতি রবে চরণেতে পড়িয়া।

শাল্ব।—(স্বগত)—হৃদয়, শান্ত হয়ো। এত উতলা হও না!—এখনিই তোমার আরাধ্য দেবীকে দর্শন ক'রে নয়ন চরিতার্থ কর। মন! আশ্বস্ত হও, দৃঢ়ভাবে আশা-রজ্জু অবলম্বন কর!—

অগ্রে কঞ্চুকী ও তৎপশ্চাৎ সুবর্ণপাত্রে পুষ্প-মালা প্রভৃতি লইয়া অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকার প্রবেশ।

(নেপথ্যে হুলুধ্বনি ও শঙ্খ রব)

অম্বা।—(স্বগত)—মন! সুস্থির হও, তোমার সকল দুঃখ অবসানের সময় উপস্থিত হ'য়েছে।—হৃদয়, এত অস্থির হ'চ্চ কেন?

(সকলের প্রথম রাজার নিকট আগমন)—

কঞ্চুকী।—

ভূতলে অমরাবতী ভারতের মণি,
তুষারে ভূষিত দেহ, সৌন্দর্য্যের খনি!

অভ্রভেদী গিরি চূড়া দৃশ্য মনোহর,
কলনাদে নির্ঝরিণী গায় নিরন্তর।
কুঙ্কুম-কুসুম চির-সুবাস আলয়,
ফোটে যথা আমোদিয়া দিক সমুদয়!
ভুবন-বিখ্যাত যেই কাশ্মীর প্রদেশ
দয়ার জলধি ইনি তাহার নরেশ;
সমরে সুধীর যেন সৌমিত্রি-কেশরী;
বিদ্যা-বুদ্ধে বৃহস্পতি, বাহু-বলে হরি!
সুজনের প্রিয় বন্ধু, দুর্জ্জনের যম।
কুমুদ-কান্তের প্রায় রূপে অনুপম।

(রাজ-কন্যাগণের দ্বিতীয় রাজার নিকট আগমন)

কঞ্চুকী।—

মধুর সুরভি-বায়, সৌরভ মাখিয়া কায়
কেলি করে যথা এলা-লতার সহিত!
চন্দনের চারুশাখা, দোলে প্রকৃতির পাখা,
বার-মাস ঋতুপতি-বদন হসিত!
সুনীল সরিৎ-পতি, পুলকে পূরিত মতি,
যাহার চরণ-প্রান্ত করয়ে চুম্বন,
স্মিতমুখি ইন্দীবর, হাসে যথা নিরন্তর,
এই মহামতি সেই মলয়-রাজন!
বীরত্বেতে বজ্রপাণি, মান্ধাতা সমান মানী,
দানে সুর-পুর-জাত কল্পতরু প্রায়,

শ্রীরামের সমতুল, পালেন প্রকৃতি-কুল,
দিবাকর-ভাতি ম্লান ইহাঁর প্রভায়!

(রাজবালাগণের ভীষ্মের নিকট আগমন)

দ্বিতীয় রাজা।—(সকলের অলক্ষ্যে হৃদয়ে হস্তার্পণ করিয়া)—উহু হু, গেল, গেল, হৃদয়ের অস্থিরাশি চূর্ণ হ'য়ে গেল! হা অদৃষ্ট! এমন রত্ন লাভেও বঞ্চিত হ'লেম?

কঞ্চুকী।—

পুণ্যবান্ মহাযশা হস্তিনাধিপতি
শান্তনু-তনয় ইনি ভীষ্ম মহামতি!
প্রতিজ্ঞায় অদ্বিতীয় ভুবন-ভিতরে,
ভারত ভাতিছে যাঁর যশঃ-শশধরে!
বিক্রম, বীরত্ব, বীর্য্যে তুলনাবিহীন,
জীবন মরণ যাঁর ইচ্ছার অধীন!
অসামান্য ক্ষিপ্রহস্ত শর-প্রক্ষেপণে,
জাহ্নবীর স্রোত রোধ করে যেই জনে,
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ধীর মতিমান,
ভূতলে তুলনা নাহি ইহাঁর সমান।

ভীষ্ম।—(দণ্ডায়মান হইয়া) সভাস্থ ভূপালবর্গ! বুধগণ কর্ত্তৃক অষ্টবিধ বিবাহ পদ্ধতির মধ্যে ধর্ম্মবাদী ব্যক্তিরা শত্রুপক্ষ দলন করতঃ কন্যা হরণ করিয়া বিবাহ করাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব'লে গণ্য করেন। অতএব হে ভূপতিগণ!

আমি এই কন্যাত্রয়কে বল-পূর্ব্বক হরণ কর্‌লেম, যদি শক্তি থাকে প্রতিবন্ধকতাচরণ সম্পাদন কর, এখনিই তা'র প্রতিফল প্রাপ্ত হ'বে! সমরে অগ্রসর হও, এই দেখ ভীষ্ম অস্ত্রসুসজ্জিতই আছে, এখনি জয় বা পরাজয় লাভ কর্‌বে।

[কন্যাত্রয়কে লইয়া প্রস্থান।

শাল্ব।—(উঠিয়া) অসহ্য! অসহ্য! ভীষ্মের এ ধৃষ্টতা—এ অন্যায়—এরূপ গর্ব্ব কথনই বীর-হৃদয়ে সহ্য হয় না!—হে ভারতীয় রাজ্যেশ্বরগণ। আপনারা কি এতই নির্বীর্য্য যে, গঙ্গানন্দনের এই গরিমাপূর্ণ বাক্যাবলি—এই অন্যায় ব্যবহার অনায়াসে অবনতমস্তকে সহ্য কর্‌বেন? ক্ষত্রিয়গণ কি এতই অসার, অপদার্থ হ'য়ে গেছে? ক্ষত্রিয়-শরীরের হুতাশনবৎ উত্তপ্ত শোণিত কি এখন একেবারে তুষারের ন্যায় শীতল হ'য়েছে? উঠুন রাজগণ! চলুন, সেই গর্ব্বিত শান্তনু-তনয়ের গর্ব্ব আজ সকলে মিলিয়া চূর্ণ ক'র্‌বো! এখনিই সেই দস্যুকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে ধর্ম্মের পথ নিষ্কণ্টক কর্‌বো।

[বেগে প্রস্থান।

অন্যান্য রাজগণ।—অসহ্য!—অসহ্য!—ধর, সেই

দস্যুকে ধর!—(কেহ "শীঘ্র রথ প্রস্তুত কর" কেহ "তরবারি দেও"। কেহ "ধনুর্ব্বাণ আনয়ন কর" ইত্যাদি চীৎকার করিতে করিতে বেগে প্রস্থান)

কাশীরাজ।—হা, কি দুর্দ্দৈব!—ভগবন্, এমন দুর্ঘনা ত কখন কারো অদৃষ্টে ঘটেনি?—হা অদৃষ্ট! এখন দেখিগে, এ অনল নির্ব্বাণের যদি কোন উপায় কর্‌তে পারি!

[প্রস্থান।

পুষ্পকেতুর প্রবেশ।

পুষ্প।—একি কাণ্ড বাবা! একি অন্যায়!—একেবারে পাল শুদ্ধ তাড়িয়ে নিয়ে গেল!—তুই বাপু একা মানুষ, এতগুলো স্ত্রী নিয়ে কি কর্‌বি! (নেপথ্যে ধনুর্ঘোষ ও নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্রের ঝণঝণা ধ্বনি এবং তৎসঙ্গে যুদ্ধনাদ) ও বাবা! এ যে প্রলয় কাণ্ড হয়ে উঠলো! দেখি জয়-লক্ষ্মী কা'র অদৃষ্টে ক্রীড়া করেন!

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কাশী।—সমরাঙ্গণ।

অসি-যুদ্ধ করিতে করিতে দুইজন পদাতিকের প্রবেশ।

১ম, পদা।—জয়, মহারাজ সিন্ধু-রাজের জয়!

২য়, পদা।—হা মূর্খ!—জয় পরাজয় যদি মুখের কথায় সিদ্ধ হ'তো, তা হ'লে ত এই মুহূর্ত্তে তুই সমগ্র ভারতের রাজা হ'তে পার্‌তিস!—কিন্তু তা নয়, এই দেখ্‌ তরবারির মুখে কি নির্গত হয়!—(প্রথম পদাতিককে অসি আঘাত ও তাহার রক্ষা)

২য় পদা।—ধন্য বীর!—আচ্ছা, এই বার রক্ষা কর্‌তে বুঝ্‌বো!—(অসি-আঘাতে প্রথম পদাতিকের পতন)—নেও, এখন সুখে নিদ্রা যাও!

নেপথ্যে ভীষ্ম।—সারথি!—আর প্রয়োজন নাই, এক্ষণে হস্তিনাভিমুখে রথ চালনা কর। নৃপতিগণের সমর-সাধ পরিতৃপ্ত হ'য়েছে।

নেপথ্যে শাল্ব।—ভীষ্ম!—থাক, থাক, পলায়নে বিরত হও। এখনও তুমি সম্পূর্ণরূপে বিজয়-লাভ

কর্‌তে পারনি!—এই দেখ, দ্বিতীয় কৃতান্তের ন্যায় সৌভ-পতি তোমার প্রতি ধাবমান হচ্চে।

নেপথ্যে ভীষ্ম!—হা, হা, শাল্বরাজ,—বালক!—এস, এস, তোমারও সমর-কণ্ডূয়ন নিবৃত্ত করসে।

নেপথ্যে শাল্ব।—ভারত দেখ্‌বে, আজ ভীষ্ম-দেব এই বালকের হস্তের ক্রীড়া-পুত্তলী হ'বেন!—সারথি! আমার অনুসরণ ক'রে দ্রুত-বেগে রথ চালনা কর।

[ধনুর্ব্বাণ হস্তে বেগে শাল্ব-রাজের প্রবেশ ও প্রস্থান।

(নেপথ্যে ধনুর্ঘোষ ও হুহুঙ্কার ধ্বনি)

নেপথ্যে ভীষ্ম।—সারথি! অশ্ব-রজ্জু সংযত কর। দেখ সৌভপতি রথবিহীন হ'য়েছেন, আমিও অবতরণ ক'রে তাঁরে যুদ্ধ প্রদান কর্‌বো!

নেপথ্যে শাল্ব।—বীর!—ধর্ম্ম-যুদ্ধ—ন্যায়-যুদ্ধের নিয়মই এই।

ভীষ্ম।—(নেপথ্যে) শাল্ব-রাজ!—সাবধান, সাবধান! এই দেখ পঞ্চশত মৃত্যুবাণ মুখ ব্যাদান ক'রে তোমার প্রতি ধাবমান হচ্চে!

শাল্ব।—(নেপথ্যে)—ভীষ্ম-দেব!—সৌভ-পতি মৃত্যুঞ্জয়াবাণ অজ্ঞাত নয়!—এই দেখ তোমার শর সমূহ সমস্তই পরাভূত হ'য়ে প্রতিগমন কর্‌চে।

ভীষ্ম।—(নেপথ্যে)—ধন্য বীর।—কিন্তু শাল্বরাজ এই-বার বুঝ্‌বো!

(নেপথ্যে মুহুর্মুহুঃ ধনু-নির্ঘোষ)

অগ্রে ক্ষত-বিক্ষত-কায় শাল্বরাজ ও কিঞ্চিৎ পশ্চাতে ভীষ্মদেবের প্রবেশ।

ভীষ্ম।—কেমন মহারাজ! এখনও কি যুদ্ধ প্রার্থনা করেন?

শাল্ব।—ভীষ্মদেব!—প্রাণবায়ু বহির্গত না হওয়া পর্য্যন্ত শাল্ব যুদ্ধ কর্‌তে বিমুখ হ'বে না!—(অসি নিষ্কোষ পূর্ব্বক)—আসুন! শীঘ্র প্রস্তুত হোন, শাল্বরাজ আর বিলম্ব কর্‌তে পারে না।

ভীষ্ম।—(অসি নিষ্কোষ করিয়া)—বীর!—ভীষ্মদেব প্রস্তুতই আছে।

(অসি-যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান)

(মধ্য-পটোত্তোলন)

(দৃশ্য যুদ্ধক্ষেত্র সন্নিকটস্থ প্রান্তর)

(আহত রাজগণ কেহ শয়িত, কেহ অর্দ্ধশয়িত অবস্থায় অবস্থিত)

১ম রাজা।—(সকাতরে) আর ভাই! শরীরে আর কিছুই নেই! হাড়-গোড় সব চূর্ণ হ'য়ে গেছে!

২য় রাজা।—(সকাতরে)—ভাল রমণীর লোভেই

এসেছিলেম, শেষে আপনার প্রাণ নিয়ে টানাটানি! (উঠিবার চেষ্টা করিতে করিতে) ও মা! ও মা! যাই গো!

৩য় রাজা।—(সরোদনে) আর ভাই! কোন কালে যে আর বিবাহ কর্‌তে হ'বে, তা'র দফা একেবারে শেষ হ'য়েছে! রাজ্য-রক্ষা চুলোয় যাক, বংশরক্ষার জড় মেরে দিয়েছে। বাবা রে! (রোদন)।

৪র্থ রাজা।—বল কি হে! একেবারে নিকেশ করেছে! কিছুমাত্র নেই?

৩য় রাজা।—(সরোদনে) কিছু না, ভায়া, কিছু না, একেবারে গিছি। (কপালে করাঘাত পূর্ব্বক) এর চেয়ে যুদ্ধে আমার মরণ হ'ল না কেন? (রোদন)।

পুষ্পকেতুর প্রবেশ।

পুষ্প।—ও বাবা! এখানে আবার এ কি ব্যাপার! অ্যাঁ, এ কি? এ সব বাণের আগায় উড়ে এসে, এখানে গাদা হ'য়েছে নাকি? অ্যাঁ কি সর্ব্বনাশ!

১ম রাজা। কে হে, তুমি না সৌভপতির সহচর, যুদ্ধের সংবাদ বল্‌তে পার?

পুষ্প।—আর সংবাদ! যে ব্যাপার দেখে এসেছি

তা'তে বোধ হয় আমায় একেশ্বর হ'য়ে দেশে ফিরে যেতে হ'বে! হা মহারাজ!—(আক্ষেপ)।

১ম রাজা।—কি হে! সংবাদ কি বল দেখি?

পুষ্প।—সৌভপতি সমস্ত সৈন্য-সামন্ত, রথ, ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতি হারা হ'য়েছেন। নিজেও ক্ষত-বিক্ষত-শরীর হ'য়েছেন কিন্তু এখনও ক্ষুধিত সিংহের মত অসামান্য বিক্রমের সহিত ভীষ্মদেবের সঙ্গে অসিযুদ্ধ কর্‌চেন।

৩ম, রাজা।—ধন্য শাল্ব-রাজ!

পুষ্প।—যাহোক্, (অপেক্ষাকৃত স্থূল-কায় চতুর্থ রাজাকে নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) একি ব্যাপার অ্যাঁ!—এ কি! যুদ্ধে হাত, পা, না হয় বড় জোর প্রাণটাই গিয়ে থাকে, কিন্তু এ বোম্বেয়ে রাজাটীর একি কাণ্ড বাবা! ইনি যেমন বোম্বেয়ে মোটা, তেম্‌নি আজগুবি ধরণে আহত হ'য়েছেন। একি?—মাথার চুল, দাড়ি গোঁপ, ভুরু ইস্তোক চোকের ভোমা গুলো অবধি যেন কে ক্ষুর বুলিয়ে দিয়েছে!—একি কাণ্ড বাবা! একি?

২য় রাজা।—চুপ কর্ পাগল! ওসব অগ্নিবাণের উত্তাপে পুড়ে গেছে।

৪র্থ রাজা।—(সক্রোধে) কি ভীরু! এত বড় স্পর্দ্ধা; আমায় উপহাস?

পুষ্প।—(ত্রস্তে কিছু দূরে যাইয়া) আর বাবা! পচা আদায় ঝাল দেখা'তে হ'বে না! যার যত তেজ—যার যত বিক্রম তা দরবারেই জানা গেছে!

৪র্থ রাজা।—তবে রে পাপাত্মা! (উঠিবার চেষ্টা)।

সকলে।—হাঁ হাঁ ভায়া কর কি? ও মূর্খ, ভীরু, পাগল;—যুদ্ধের ব্যাপার ওর কাছে স্বপ্ন। তা, ওর কথায় কি রাগ করতে আছে?

শাল্ব-রাজের অচৈতন্য দেহ বহন করিয়া দুই জন পদাতিকের প্রবেশ।

পুষ্প।—একি একি, মহারাজ?—হা মহারাজ, একি হোল!

১ম সৈ।—মহাশয়, শান্ত হোন। মহারাজ যদিও অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হ'য়েছেন বটে, কিন্তু জীবনের কোন আশঙ্কা নাই, কেবল মূর্চ্ছিত হ'য়েছেন মাত্র;—কোন ভয় নাই, এখনিই চৈতন্য লাভ করবেন। ঐ দেখুন নয়ন উন্মীলন করচেন!

পুষ্প।—মহারাজ! মহারাজ!

শাল্ব।—হা, আমি কোথায়?—অ্যাঁ? (ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) অ্যাঁ একি?—কোথায়, সে দস্যু

কোথায়? একি সব?—হা প্রিয়ে! তোমাকে সে নিষ্ঠুরের হাত হ'তে উদ্ধার ক'রতে পার্‌লেম না?

পুষ্প।—মহারাজ! শান্ত হোন্। এত উতলা হ'বেন না। এই দেখুন, আপনার সর্ব্বশরীর দিয়ে ভয়ানক রক্ত নির্গত হচ্ছে।

শাল্ব।—ভাই! যার অন্তস্তল সহস্র খণ্ডে ক্ষত বিক্ষত হ'য়েছে,তা'র এ সামান্য বাহ্যিক যাতনায় কি কষ্ট বোধ হয়?—না, না, এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। এর অপেক্ষা রণস্থলে প্রাণ বিসর্জ্জন ভাল! (উঠিয়া) ভীষ্ম! থাক, থাক, পলায়নে বিরত হও।—শাল্ব-রাজ পুনর্ব্বার যুদ্ধ প্রার্থনা কর্‌চে!

[বেগে প্রস্থান।

পুষ্প ও সৈনিক দ্বয়।—মহারাজ! করেন কি, করেন কি?—ক্ষান্ত হোন, ক্ষান্ত হোন!

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হস্তিনাপুর।—রাজপ্রাসাদ।

অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা আসীনা।

অম্বিকা।—(অম্বার প্রতি)—দিদি কি বল ?—

অম্বা।—আমি আর কি বল্‌বো বোন্! বিধাতা আমায় জনম-দুঃখিনী ক'রেছেন—কখন সুখের মুখ দেখ্‌লেম না—দেখ্‌বোও যে, তার কোন আশা নেই! অন্তরের জ্বালায় অন্তরেই জ্বলে মর্‌চি!—প্রাণের কান্না কেউ দেখ্‌তে পায় না—কেউ শুন্‌তে পায় না!—কিংবা এ পোড়া পৃথিবীর স্বার্থপর লোকে দেখেও দেখে না—শুনেও শোনে না।

অম্বিকা।—শুন্‌লি অম্বালিকা?—দিদির ভাব দেখে মরি! কিসের যে এত জ্বালা, এত ভাবনা, তা'র ত ভাব বুঝ্‌তে পারিনে!

অম্বা।—ভাব আর কি বুঝ্‌বে বোন্?—পরের জ্বালা যদি পরে বুঝ্‌তো, তা' হ'লে আর ভাবনা ছিল কি?

অম্বিকা।—আচ্ছা দিদি!—তোমার কাছে কি

সৌভপতি এতই রূপবান হ'লেন !—কুমার বিচিত্রবীর্য্যকে দেখেছ ত, তাঁ'র কাছে কি তোমার শাল্ব-রাজ দাঁড়া'তে পারেন ? আর গুণ-গরিমা ত যুদ্ধেই সব প্রকাশ হ'য়ে প'ড়েছে। ভীষ্মের—

অম্বা।—চুপ কর বোন্!—আমি তোমার কাছে উপদেশ নিতে আসিনি!—সৌভ-পতি যার-পর-নাই কুরূপ—কুৎসিত—ভীরু হ'লেও আমার চক্ষে তিনি রূপে কন্দর্প ও গুণে সুর-পতির সমান! তিনি ব্যতীত অম্বা আর কা'রেও স্বামী সম্বোধন ক'র্‌তে পার্‌বে না। বোন্! জান ত, সাগর-গামিনী নদী কোন বাধাই মানে না,—অভেদ্য-পাষাণ-হৃদয় অটল অচল-রাজকেও দূরে নিক্ষেপ করে!—ব'ল্‌তে কি বোন্! যদি সমস্ত দেবগণ এসে আমার এ প্রণয়ে বাধা দিতে যত্ন করেন, তথাপি অম্বার মন কিছুতেই বিচলিত হ'বে না! এর হৃদয়ের প্রেম-প্রবাহ কিছুতেই বিলীন হ'বার নয়!

অম্বিকা।—আচ্ছা দিদি! দেখ্‌বো তোমার এ পণ কতদূর রাখ্‌তে পার!

ভীষ্মের প্রবেশ।

ভীষ্ম।—রাজ-বালাগণ!—আমার এস্থলে এরূপ আগমনের জন্য ক্ষমা কর্‌বে। কোন বিশেষ প্রয়োজন

বশতঃ আমি তোমাদের নিকট এসেছি। স্বয়ম্বর-সভা হ'তে সহস্র বিপক্ষ-রাজগণকে বিদলিত ক'রে যে কারণে তোমাদের হরণ ক'রে এনেছি, তা বোধ হয় অবগত হ'য়েছ। এখন জননী সত্যবতীর অনুজ্ঞাক্রমে আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত হ'লেম,—তাঁর ইচ্ছা যে, কুমার বিচিত্রবীর্য্যের সহিত তোমাদের শুভ পরিণয়-কার্য্য সমাধা ক'রে কুমারকে পিতার রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। এক্ষণে এবিষয়ে তোমাদের অভিমত আমায় অবগত করা'লে সেই রূপ কার্য্য করা যাবে!

অম্বালিকা ও অম্বিকা।—বীরবর!—আমরা রমণী—আমাদের আর অভিমতি কি!—আমরা আপনার ইচ্ছাধীন—আপনার যেরূপ অভিপ্রায়, যেরূপ ইচ্ছা, আমাদেরও তাই।

ভীষ্ম।—সাধ্বি!—তোমাদের কল্যাণ হোক!—কিন্তু রাজ-কুমারী অম্বা যে অবনত বদনে রইলেন? এঁর অভিপ্রায় ত কিছু জান্‌তে পার্‌লেম না!

অম্বা।—বীরবর!—অধীনীর অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌বেন! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্! এক্ষণে আমার যা বক্তব্য তা অনুগ্রহপূর্ব্বক অবধারণ ক'রে, যা বিহিত হয় করুন। মহারাজ! আমি সৌভপতি মহারাজ শাল্বকে

তোমার সৌভ-রাজ্যে যা'বার জন্যে উপযুক্ত আয়োজন কর্‌তে ভীষ্মকে বলে দিয়েছি। এখন মা! একটী প্রার্থনা, তুমি তোমার বোনেদের রাজ-রাজেশ্বরী ক'রে কেন তোমার স্বামীর কাছে যাও না? হ্যাঁ মা! তাতে তো আর বেশী দিন বিলম্ব হবে না?

অম্বা।—(সলজ্জে)—মা! আপনার যা ইচ্ছা।

সত্যবতী।—(সহাস্যে) তবে চল মা, অধিবাসের সব উজ্জুগ হ'য়ে র'য়েছে তোমার বোনেদের আজ অধিবাস করাও গে। (অম্বিকা ও অম্বালিকার প্রতি) এস মা! তোমরাও এস।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সৌভরাজ্য—রাজপ্রাসাদ।

পুষ্পকেতু উপস্থিত।

পুষ্প।—সাধে বলি রাজ-চরিত্র-প্রহেলিকার অর্থ করা ভার? আমি এত কাল এই মহারাজের সঙ্গে একত্র রইচি, কিন্তু আজও তাঁর অন্তর অথবা মনের ভাব কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লেম না!—কখন্‌ যে কি ভাবে থাকেন, তার অন্ত পাওয়া ভার। মহারাজ আমাদের আগে ত বিবাহ কর্‌বেনই না,—মধ্যে আবার সেই কাশীরাজের কন্যার জন্য উন্মত্ত, এখন আবার যে সেই! যেন তিনিই নন্‌! এখন রমণীর নামে বমন করেন। আবার দেখ্‌চি এঁরে সেই পূর্ব্বকার রোগে ধরেছে, এর প্রতিকারের কি কোন উপায় নাই?—এরূপ উদাসীন রাজা নিয়ে কি আর রাজ্য চলে? অর্থাৎ আমার ন্যায় পেটুক-চূড়ামণির কি পোযায়? রাজমহিষী থাক্‌লে দিন দিন কত শত

প্রকারে যে উদর-দেবের ষোড়শোপচারে পূজা হয়, তা'র ঠিক্ নেই! কিন্তু আমার এমন পোড়া অদৃষ্ট যে, রাজা-টাও কপালক্রমে নপুংসক হ'লো! আরে, যে রমণীর প্রতি এরূপ বিরাগী, সে নপুংসক না ত কি?—যাহোক, এখন মহারাজকে এ দারুণ ব্যাধি হ'তে মুক্ত ক'র্‌বার কি কোন উপায় নেই? দেখি, দেখি, আমার এ সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে কিছু বার্ কর্‌তে পারি কি না? (চিন্তিতভাবে অবস্থান)

শাল্বের প্রবেশ।

শাল্ব।—(সহাস্যে) কি হে ভাবুক-চূড়ামণি! এরূপ একান্তে ব'সে কি চিন্তা হ'চ্চে? কোন স্থানে উত্তম মিষ্টান্ন দেখে এসেছ না কি, তাই এখন তা'র আরাধনা ক'র্‌চো?

পুষ্প।—হ্যাঁ, মহারাজ! তা একরূপ বটে।

শাল্ব।—একরূপ কি প্রকার?

পুষ্প।—এই মহারাজকে যে রোগে ধ'রেছে, তা' হ'তে যদি আপনাকে কোনরূপে মুক্ত ক'র্‌তে পারি, তা'র ঔষধের উদ্ভাবনের চিন্তা কর্‌চি। এবং মহারাজ এ রোগ হ'তে মুক্ত হ'লেই সুতরাং আমার আহারের ঘর বাঁধারাঁধি হয়।

শাল্ব।—(সহাস্যে) মহাবীর সুমিত্রা-নন্দন শক্তিশেলে প'ড়্‌লে, পবন-নন্দন হনুমান তাঁ'র ঔষধের নিমিত্ত পর্ব্বত ব্যবস্থা ক'রেছিলেন। এখন তুমি আবার আমার জন্য কি ব্যবস্থা কর্‌বে বল দেখি? তোমাদের জাতকেই যে ভয় হয়!

পুষ্প।—আপনার আবার জাতের ভয় কি?—যা' হোক, মহারাজ!—লক্ষ্মণ যেমন বীর, যেরূপ ঘোর সঙ্কটে প'ড়েছিলেন,—হনুমানও বীরের মত দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনায় একরূপ উপযুক্ত ব্যবস্থাই ক'রেছিলেন ব'ল্‌তে হয়!—কিন্তু এখন সেইরূপ বিবেচনা ক'র্‌লে আপনার এ সামান্য "ঘাড় ঘুরুণি" রোগে এরূপ বন্দোবস্তের প্রয়োজন হ'বে না,—এতে কেবল কামিনীর করকমলের দুই একটী মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা ক'র্‌লেই, তন্মুহূর্ত্তে নিরোগী হ'বেন।

শাল্ব।—না ভাই!—সে ঔষধ সেবনের ভার তোমার উপরই দিলেম,—সৌভ-পতি তা' প্রার্থনা করে না।

পুষ্প।—ঔষধের বিষয়ে রোগীর আবার মতামত কি?—ঔষধ সেবন কি আর প্রতিনিধিতে চলে?—যা' হোক, মহারাজ! একটি কথা বলি, যদি নারী-জাতির উপর আপনার এতই বিদ্বেষ থাকে, তবে মধ্যে আবার

সেই কাশী-রাজের কন্যার জন্য উন্মত্ত হ'য়েছিলেন কেন?

শাল্ব।—উন্মত্ততা,—বুদ্ধি-ভ্রংশ,—আর কি ব'ল্‌বো বল?—তবে কাশী-রাজের কন্যাগণের স্বয়ম্বরে গমন ক'রে নারী-জাতি যে কত অনিষ্টের মূল, তা'র প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে আরো কিছু শিক্ষা লাভ হ'য়েছে।

পুষ্প।—(স্বগত) শিক্ষালাভই বটে!—ভীষ্ম খুবই শিখিয়েছিলেন!—(প্রকাশ্যে) কেন মহারাজ! নারী-জাতি অনিষ্টের মূল তা'তে কি ক'রে জান্‌তে পার্‌লেন?

শাল্ব।—হা মূর্খ!—এও আবার জিজ্ঞাসা কর্‌চো? দেখ্‌লে না রমণীর জন্য কি কাণ্ড হ'য়ে গেল?—কত শত নর-হত্যা,—কত রাজ্য শ্রীভ্রষ্ট,—কত শত রাজা অপমানিত—পরাজিত—হত—আহত হ'য়েছিল? সে কেবল সেই পৃথিবীর আবর্জ্জনা—ধর্ম্মপথের কণ্টক—অধর্ম্মের সহচরী রমণীর জন্য বই ত নয়?

পুষ্প।—মহারাজ! আপনি নিশ্চয়ই বাতুল!—নইলে যে রমণী সংসারের শ্রী—জীবনের অবলম্বন—ধর্ম্মপথের সহচারিণী—তা'দের এরূপ অযথা নিন্দাবাদ ক'র্‌বেন কেন?—ভাল মহারাজ! একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, এখন যদি আপনার সেই পূর্ব্ব-চিত্তহারিণী কাশী-

রাজ-কন্যা আপনার প্রণয় আকাঙ্ক্ষা করেন, আপনি কি ক'র্‌বেন?

শাল্ব।—কাল ভুজঙ্গিনী জ্ঞানে দূর হ'তে পলায়ন করি।

পুষ্প।—মহারাজ! আপনার ঘোর বিকার হ'য়েছে; শাস্ত্রে বলে রাজাকে বিশ্বাস ক'র্‌তে নেই,—কিন্তু যে রাজা আবার সংসারের এমন বৈরী, সে যে কি ভয়ানক জীব, তা' বলা যায় না।—জান, মহারাজ! আপনাকে আর বিশ্বাস নেই। (প্রস্থানোদ্যত)

শাল্ব।—(সহাস্যে হস্তধারণ পূর্ব্বক) আরে পাগল! এত রাগ কেন?—বোস্‌, বোস্‌।

পুষ্প।—না মহারাজ!—আপনার ন্যায় নপুংসক রাজার কাছে বস্‌তে নেই।

[প্রস্থান।

শাল্ব।—যে উন্মাদ হয়, সে সকল বিষয়েই উন্মাদ!

প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতি।—মহারাজ! হস্তিনাপুর হ'তে একটী স্ত্রীলোক এসে আপনার দর্শন প্রার্থনা কর্‌চেন, কি আজ্ঞা হয়?

শাল্ব।—স্ত্রীলোক? আচ্ছা, তা'রে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এস! (প্রতিহারীর প্রস্থান) হস্তিনাপুর হ'তে

স্ত্রীলোক?—আমার দর্শন প্রার্থনা করে?—এর অর্থ কি?—(অম্বাকে সঙ্গে লইয়া প্রতিহারীর পুনঃ প্রবেশ ও প্রস্থান)

অম্বা।—মহারাজ! প্রাণেশ্বর! (শাল্বরাজের চরণ ধারণ পূর্ব্বক) আজ আমার হৃদয়ের জ্বালা সব দূর হ'লো! (রোদন)

শাল্ব।—(শশব্যস্তে) এ কি, এ কি! রাজকুমারি! এ কি! কুলবালা হ'য়ে এরূপ নির্লজ্জার ন্যায় আমার নিকট এরূপ ভাবে আগমনের কারণ কি?

অম্বা।—কেন প্রাণেশ্বর!—সাগরগামিনী স্রোতস্বিনী কি কোন লোক-নিন্দা বা বাধা-বিপত্তি গ্রাহ্য ক'রে থাকে?—তাই আজ আপনার প্রণয়-ভিখারিণী জন্ম-দুঃখিনী অম্বা তা'র স্বামি-সহবাসে আস্‌তে লজ্জা ক'র্‌বে?—(সহাস্যে) নাথ! আপনি প্রণয়-পয়োধি হ'য়ে একথা আবার জিজ্ঞাসা ক'র্‌চেন?—এই কি আপনার প্রেম?

শাল্ব।—না রাজকুমারি! অপ্রেমিক সৌভপতি আর তোমার প্রণয় প্রার্থনা করে না!—এক সময় আমি দুর্ব্বুদ্ধি অথবা মোহবশতঃ তোমাকে হৃদয়ের উপাস্য দেবী ভেবে আরাধনা ক'রেছিলাম বটে, কিন্তু এক্ষণে

পরমেশ্বর আমায় সে মহামোহান্ধকার হ'তে মুক্ত ক'রেছেন!—বিশেষতঃ যখন তুমি অন্য-পূর্ব্বা হ'য়েছ, তখন আমি কোন মতেই তোমায় গ্রহণ ক'র্‌তে পারি না!—রাজকুমারি! ব'ল্‌তে কি,—যখন ভীষ্ম তোমার কর-ধারণ ক'রে আপন রথে উত্তোলন করেন, এবং যখন অসংখ্য ভূপতিগণ দ্বারা পরিবৃত হ'য়ে ঘোরতর সমরে প্রমত্ত থাকেন, তৎকালে তুমি ইচ্ছা ক'র্‌লে, অনায়াসে পলায়ন ক'র্‌তে পার্‌তে; কিন্তু বোধ হয়, সে সময় ভীষ্মের অসাধারণ রণদক্ষতা দেখে, তোমার চিত্ত বিচলিত হ'য়েছিল। সেই জন্য তুমি সে সময় আপন উদ্ধারের কোন উপায়ই অবলম্বন কর নি। সুতরাং তুমি অন্য-পূর্ব্বা!—শাল্বরাজ পর-প্রেম-প্রয়াসিনী কামিনীকে গ্রহণ করে না!—এক্ষণে তুমি যেখানে ইচ্ছা যে'তে পার।

অম্বা।—হা বিধাতঃ! এ কি?—এ কি প্রাণেশ্বর! আপনার মুখে এই কথা? হায়! যা'র জন্যে এতকাল দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য ক'রে জীবন কাটা'লেম—যা'র চরণে মনঃ প্রাণ উৎসর্গ ক'রে দিয়েছিলাম, আজ তার মুখে এই নিদারুণ কথা?—মহারাজ! আমি ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে ব'ল্‌চি, আমি নিরপরাধিনী! ভীষ্মের হরণের পরেই আমি রথে মূর্চ্ছিত হ'য়েছিলেম, সুতরাং সে বিষয়ে আমি

কতদূর দোষী তা' আপনিই বিবেচনা করুন। মহারাজ! আমি দেবগণকে সাক্ষী ক'রে ব'ল্‌চি, আমি পবিত্রা, আমার হৃদয়ে পাপের লেশমাত্র নেই। আর প্রাণেশ্বর! যদি আপনি এ দাসীর অন্তর পরীক্ষার জন্যে এই উপায় অবলম্বন ক'রে থাকেন, তবে ক্ষমা ক'রবেন।

শাল্ব।—না রাজকুমারি! সৌভপতি প্রতারক নয়—কিম্বা তোমার অন্তর পরীক্ষা কর্‌চে না। সুতরাং আর মিথ্যা বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই, শাল্বরাজ তোমার প্রণয় প্রার্থনা করে না।

অম্বা।—(সরোদনে) মহারাজ!—তবে সত্যই কি আপনি এ অভাগিনীর প্রতি নিদয় হ'লেন? হা নিষ্ঠুর বিধি! এ হতভাগিনীর অদৃষ্টে কি তিলমাত্রও সুখ লেখ নি? হায়! আমি এত দিন যা'রে হৃদয়ের একমাত্র উপাস্য দেবতা ভেবে পূজা কর্‌লেম, এতকাল যা'র আরাধনায় জীবন কাটা'লেম, আজ তা'র নিকট এই অপমান?—আজ তা'র মুখে এই নিদারুণ কথা শুন্‌তে হ'ল? (শাল্বের চরণ ধারণ পূর্ব্বক) মহারাজ! আমি এই আপনার চরণ স্পর্শ ক'রে শপথ কর্‌চি, আমি পবিত্রা—আমার অন্তরে পাপের লেশমাত্র নাই; এ দাসী আপ-

নাকে ভিন্ন আর কা'রেও জানে না, আপনিই কেবল এর হৃদয়-রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর। আর এতেও যদি আপনার প্রত্যয় না হয়, তবে এস, হৃদয়েশ! তোমার ঐ সুশাণিত খড়্গ দিয়ে অম্বার হৃদয় সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ ক'রে দেখ—এ পবিত্রা কি না।—দেখ, হৃদয়ের স্তরে স্তরে তোমার ঐ মোহন-মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে কি না—প্রত্যেক শিরায় শিরায় তোমার ঐ অতুল্য প্রেম-প্রবাহের অমৃতময় স্রোত প্রবাহিত আছে কি না।

শাল্ব।—রাজকুমারি! তোমার এ সকল বিলাপ কেবল অরণ্যে রোদন হ'চ্চে! সৌভপতি, তোমার ও মায়াময় বাক্য-জালে বদ্ধ হ'বার নয়! এক্ষণে তুমি যথা ইচ্ছা যেতে পার, শাল্বরাজ তাতে কিছুমাত্র দুঃখিত বা ব্যথিত হ'বে না।

অম্বা।—নিষ্ঠুর! এই কি তোমার ইচ্ছা? আমার উপস্থিতি তোমার এতদূর চক্ষুঃশূল হ'য়েছে? ভাল, সেই ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। কিন্তু আবার বলি, নির্দ্দয়! অম্বা নিরপরাধিনী!—কেবল তোমারই প্রণয়ভিখারিণী! কিন্তু মহারাজ! আজ এ অভাগিনী এখন তোমার নিকট জন্মের মত বিদায় হলো।—আর এ লোকালয়ে মুখ দেখা'বে না। যখন তা'র হৃদয়ের অধীশ্বর তা'রে

এরূপ প্রত্যাখ্যান ক'র্‌লে, তখন জন-মানব-হীন নিবিড় বনই তা'র উপযুক্ত আবাস-স্থান হ'বে।

[বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কানন।—আলু-থালু-বেশা অম্বার প্রবেশ।

অম্বা।—অভাগিনী অম্বা এখন আশ্রয়হীনা?—বন-বাসিনী?—হা নির্দ্দয় বিধি!—এই কি তোমার ইচ্ছে!—রাজ-কন্যা হ'য়ে আমার অদৃষ্টে এত দুঃখ?—মা গো!—এ সময় তুমি কোথায় আছ, মা! একবার এসে দেখে যাও তোমার জনম-দুঃখিনী অম্বা এখন কি ভাবে কি বেশে বনে বনে বেড়াচ্চে!—প্রিয়সখি মন্দা! একবার দেখে যাও তোমার প্রিয়সখীর এখন কি দুর্দ্দশা হ'য়েছে! সখি! তুমি বড় আশা ক'রেছিলে আমি রাজ রাজেশ্বরী হ'য়ে,—স্বামী-সোহাগিনী হ'য়ে পৃথিবীর সকল সুখ ভোগ কর্‌বো,—কিন্তু এখন দেখসে নিষ্ঠুর বিধাতা তা'র অদৃষ্টে কি আগুন জ্বেলে দিয়েছে!—তা'র হৃদয়ের মধ্যে কি ভয়ঙ্কর শ্মশানের সৃষ্টি ক'রেছে!—

প্রাণেশ্বর শাল্ব! রমণী-হৃদয় যে কিরূপ প্রেম পোষণ করে তা তুমি বুঝ্‌লে না? দেখ নাথ! এখনও তোমার জন্য দুঃখিনী অম্বার হৃদয়ের মধ্যে কিরূপ প্রণয়-শিখা প্রজ্বলিত হচ্চে! হায়! অভাগিনীর এখন কে আছে! বিধাতঃ!—আমি তোমার চরণে কি অপরাধে অপরাধিনী যে; সেই জন্য এই দুঃসহ যন্ত্রণা দিচ্চ? নির্দ্দয়! পৃথিবীর ছার স্বার্থ-পর লোকের মত তোমারও রমণীর উপর এত অত্যাচার? ওমা, মা গো!—আর যে সহ্য হয় না!—কোথা রাজরাণী না বনবাসিনী!—বুক যে ফেটে যায়!—হা বিধাতঃ!—হা নিষ্ঠুর শাল্ব-রাজ!—হা সখি মন্দা!—মা!—মা গো—(মূর্চ্ছা ও পতন)

মহর্ষি হোত্র-বাহনের প্রবেশ।

হোত্র।—একি?—এই পবিত্র কানন-ভাগ আজ সহসা রমণীর আর্ত্তনাদে পরিপূরিত হ'ল কেন?—কোন দুরাত্মা দস্যু কি কোন নিঃসহায়া অবলার প্রতি অত্যাচার ক'র্‌চে?—নতুবা এ ঘোর বিজনে সহসা এরূপ রমণীর ক্রন্দন ধ্বনির ত কোন সম্ভব দেখি না? (সহসা-ভূ-পতিতা অম্বাকে দৃষ্টি করিয়া)—একি?—এই না একটি রমণী ধরাতলে নিপতিতা রয়েছে?—(নিকটে যাইয়া)—

তাই ত; বোধ হ'চ্চে ইনি মূর্চ্ছিতা হ'য়েছেন!—অহো বিধাতঃ!—তোমার লীলা অসীম!—এ হেন নব-প্রস্ফুটিত কুসুম-কলিকাটীকে দুঃখ-হুতাশনে দগ্ধ কর্‌চো! দেখি এই কমণ্ডলুর বারি লয়ে এর বদনে সিঞ্চন ক'রে দেখি, যদি মূর্চ্ছার অপনোদন হয়। (তদ্রূপ করণ ও কিঞ্চিৎকাল পরে অম্বার চেতনা লাভ)

অম্বা।—(চক্ষুর্মীলন পূর্ব্বক) মা গো!—হোত্রবাহনকে দৃষ্টি করিয়া) একি দেব! আপনি কে? কেন এ হত-ভাগিনীর মূর্চ্ছাভঙ্গ কর্‌লেন? এ যে অচৈতন্য অবস্থায় বেস্‌ ছিল,—হৃদয়ের অনন্ত-দুঃখ-রাশির দুঃসহ যাতনায় ত কিছুমাত্র কষ্ট দিতে পার্‌ছিল না;—আপনি কেন এ অভাগিনীর মূর্চ্ছাভঙ্গ ক'রে পুনরায় এরে সেই জ্বলন্ত অনল-শিখায় নিক্ষেপ কর্‌লেন?

হোত্র।—বৎসে!—শান্ত হও, শান্ত হও!—এত উতলা হ'য়ো না।—দেখ্‌চি তুমি সু-কুমারী বালিকা—তোমার আকার-প্রকারে প্রতীত হ'চ্চে যে, তুমি অবশ্যই কোন রাজবংশে জন্ম-গ্রহণ ক'রেছ। কিন্তু এরূপ ভয়ঙ্কর বিজন-বিপিনে এরূপ ভাবে তোমার আর্ত্তনাদের কারণ কি? বৎসে! তুমি কে? যদি কোন প্রতি-বন্ধক না থাকে, তবে তোমার এই দারুণ দুঃখের কারণ

আনুপূর্ব্বিক বিবৃত কর, আমি এই বন-দেবতাকে সাক্ষী ক'রে বল্‌চি যে, যদি মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত হয়, তবে প্রাণ-পণে যেরূপে হোক্ তোমার দুঃখ-অপনোদনের চেষ্টা কর্‌বো।

অম্বা।—ভগবন্‌! এ অভাগিনীর কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন?—আমার মত জনম-দুঃখিনী হত-ভাগিনী, বোধ হয়, এ ত্রিসংসারে আর নেই!—দেব! এই অভাগিনী মহারাজ কাশী-রাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা—নাম অম্বা!

হোত্র।—(অম্বাকে আলিঙ্গন করতঃ) হা বৎসে! তুমি কি আমার সেই মাধবিকার জ্যেষ্ঠা কন্যা? (ক্রোড়ে ধারণ করতঃ) এস বৎসে! তোমাকে একবার ক্রোড়ে ধারণ ক'রে হৃদয় পরিতৃপ্ত করি! বৎসে! আমি তোমার মাতামহ—হোত্রবাহন।

অম্বা।—(সজল নয়নে হোত্রবাহনের চরণ ধারণ করতঃ)—দেব! আজ আমি পবিত্র হ'লেম!—এই দারুণ দুঃখের সময়ে আপনার চরণ দর্শন ক'রে আমার হৃদ-য়ের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা যেন একেবারে নির্ব্বাণ হ'য়ে গেল! ভগবন্‌! আশীর্ব্বাদ করুন, এ হতভাগিনী যেন আপনার এই শান্তি-ময় চরণতলেই জীবন

বিসর্জ্জন দিয়ে চির-জীবনের মত হৃদয়ের জ্বালা যুড়োয়!

হোত্র।—বৎসে! শান্ত হও! শান্ত হও!—দেখ্‌চি বন-ভ্রমণে তুমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হ'য়েছ, অতএব চল, এক্ষণে আমার আশ্রমে, গিয়ে শ্রান্তি দূর কর্‌বে, পরে সময় মতে তোমার এই অভাবনীয় দুঃখের ইতিহাস শ্রবণ কর্‌বো। এস, বৎসে, আর বিলম্ব কোরনা।

[অম্বার হস্তধারণ করিয়া প্রস্থান।

সপ্তম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কানন।—মহর্ষি হোত্রবাহনের কুটীর।

(হোত্র-বাহন ও অম্বা উপস্থিত)

হোত্র।—বৎসে!—শান্ত হও; শান্ত হও!

অম্বা।—(সরোদনে) যার হৃদয়-মধ্যে এরূপ ভয়ঙ্কর অগ্নি-শিখা সর্ব্বদা প্রজ্জ্বলিত রয়েছে, তা'র আবার শান্তি

কোথায়?— ভগবন্! এ অভাগিনীর মনোবেদনা ত সমস্ত শুন্‌লেন, এখন যদি এর কোন প্রতিকারের উপায় থাকে তা করুন।—না হ'লে বলুন; আমি এই মুহূর্ত্তেই আপনার এই পবিত্র চরণে জীবন সমর্পণ ক'রে একেবারে সমস্ত দুঃখের অবসান করি!

হোত্র।—বৎসে! সুস্থির হও!—যদ্দ্বারা তুমি এই দুস্তর দুঃখজলধি হ'তে উত্তীর্ণ হ'তে পার্‌বে, তা'র উপায় বল্‌চি।—বৎসে!—তুমি মহাত্মা জামদগ্ন্যের নিকট গমন ক'রে, তাঁর কাছে তোমার দুঃখের এইরূপ আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস কীর্ত্তন কর,—তিনি অবশ্যই তোমার ইচ্ছা পূর্ণ কর্‌বেন। ভদ্রে!—তিনি আমার পরম সখা। তুমি আমার নাম ক'রে তাঁর নিকট সমস্ত কথা ব্যক্ত ক'র্‌লেই, তিনি প্রাণপণে তোমার হিতসাধনে ত্রুটি কর্‌বেন না।—অতএব বৎসে!—আমার বাসনা যে তুমি অচিরাৎ সেই কালাগ্নি-সদৃশ মহাত্মা জামাদগ্ন্যের নিকট গমন কর। কিন্তু বৎসে! একটী কথা;—তুমি সু-কুমারী বালিকা—বিশেষতঃ কখন দুঃখের লেশমাত্রও অবগত নও; অতএব আমি ভীত হ'চ্চি যে, পাছে তুমি সেই সুদীর্ঘ—দুর্গম পথ অতিবাহন রূপ দুর্ব্বিষহ কষ্ট সহ্য ক'র্‌তে না পার।

অম্বা।—বলুন্, দেব! আজ্ঞা করুন,—কোথায় সেই ভুবন-বিখ্যাত ভার্গব অবস্থিতি কর্‌চেন। এই মুহূর্ত্তেই আমি তাঁ'র উদ্দেশে গমন কর্‌বো।—তাতঃ! অম্বা এখন পাষাণ দিয়ে বুক বেঁধেছে, তা'র আর কোন স্থানে যেতে শঙ্কা নাই!—সে দুর্লঙ্ঘ্য গিরিচূড়া হ'লেও অক্লেশে অম্লানবদনে চরণ তলে বিদলিত কর্‌বে।—নিষ্ঠুর সংসারকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা অম্বা এখন আর সু-কুমারী নয়—সে এখন পাষাণময়ী হ'য়েছে!

হোত্র।—বৎসে! সেই ত্রিলোকবিখ্যাত ভার্গব এক্ষণে মহেন্দ্র-শিখরস্থ মহাবনে সু-দুস্তর তপশ্চরণে নিবিষ্ট আছেন। তুমি সেই স্থানে গমন ক'রলেই তাঁর সন্দর্শন-লাভ কর্‌তে পার্‌বে।

অম্বা।—ভগবন্! আজ্ঞা করুন, এই মুহূর্ত্তেই এদাসী তাঁ'র উদ্দেশে গমন ক'রবে।—(হোত্রবাহনের চরণ-ধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক)—দেব! আশীর্ব্বাদ করুন।

হোত্র।—(মস্তকে হস্তার্পণ পূর্ব্বক)—কল্যাণী!—তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।—দেবগণ তোমায় রক্ষা করুন।

অকৃতব্রণের প্রবেশ।

অকৃত।—ভগবন্! প্রণিপাত করি।

হোত্র।—(উঠিয়া আলিঙ্গন করতঃ) বৎস! এস, এস ! ইষ্টলাভ হোক।—এই কুশাসনে উপবেশন কর।

(উভয়ের উপবেশন)

অকৃত।—দেব! আশ্রমের কুশল? নির্ব্বিঘ্নে তপশ্চর্য্যা হ'চ্চে ত?

হোত্র।—হাঁ, ভগবান ভবানী-পতির আশীর্ব্বাদে আশ্রমের সমস্ত কুশল!—দেব-আরাধনায় কোন রূপ বিঘ্ন সংঘটন হয় নাই।—এক্ষণে, বৎস! আপন কুশল-সংবাদে সুখী কর।—এক্ষণে কোন্ স্থান হ'তে আগমন হ'লো?—অমিততেজা ভগবান জামদগ্ন্য এক্ষণে কোথায় অবস্থিতি ক'র্‌চেন?—দেব-আরাধনায় ত কোনরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই?

অকৃত।—ভগবানের আশীর্ব্বাদে তপস্যায় কোন প্রকার বিঘ্নবাধা সংঘটন হয় নাই।—মহাতেজা ভগবান পরশুরাম এতকাল মহেন্দ্র-শিখরস্থ মহাবনে ঘোর তপস্যায় মগ্ন ছিলেন, এক্ষণে তথা হ'তে আপনার এই পবিত্র কাননে আগমন ক'রেছেন।—এবং বোধ হয়, অচিরাৎ আপনার এই পবিত্র কুটীরে আগমন ক'রে আপনার সন্দর্শন লাভ ক'র্‌বেন।

হোত্র।—(অম্বার প্রতি) বৎসে!—বোধ হয়, ভগবান

তোমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন ক'র্‌লেন।—তুমি যাঁ'র উদ্দেশে মহেন্দ্র-শিখর পর্য্যন্ত গমন ক'র্‌তে উদ্যতা হ'য়েছিলে, তিনি স্বয়ংই এখানে অচিরাৎ উপস্থিত হ'বেন।

অম্বা।—সকলি আপনার আশীর্ব্বাদ।

অকৃত।—ভগবন্‌।—এই কামিনীটি কে?—এঁ'র আকার-প্রকার দেখে বোধ হ'চ্চে, ইনি কোন মহাকুলোদ্ভবা হ'বেন।—অতএব এরূপ নবীন বয়সে ইনি কি জন্য সংসার পরিত্যাগ ক'রে কাননবাসিনী হ'য়েছেন, শুন্‌তে অত্যন্ত অভিলাষ করি।

হোত্র।—বৎস!—তোমার অনুমান যথার্থ। ইনি মহারাজ কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা তনয়া এবং আমার দৌহিত্রী।—ইনি সম্প্রতি কোন নিদারুণ মনোবেদনা প্রাপ্ত হ'য়ে, তৎপ্রতিকার হেতু আমার উপদেশ-ক্রমে, মহাতপা ভার্গবের শরণাপন্না হ'বার ইচ্ছা ক'রেছেন।

অম্বা।—(অকৃতব্রণের প্রতি)—ভগবন্‌! আপনাদের অনুগ্রহ ব্যতীত এ হতভাগিনীর আর উপায়ান্তর নাই। এ জনম-দুঃখিনীকে আপনারা কৃপা না ক'র্‌লে, আর কে ক'র্‌বে?

অকৃত।—বৎসে! অনাথ-নাথ অবশ্যই তোমার প্রতি সদয় হ'বেন।

পরশুরামের প্রবেশ।

(সকলের সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান)

হোত্র।—আসুন, আসুন!—আজ আপনার সন্দর্শনে পবিত্র হ'লেম!—আপনার চরণস্পর্শে আমার এই তপোবন পবিত্র হ'লো!—আসুন, দেব! এই আসনে উপবেশন করুন।

(সকলের উপবেশন)

পরশু।—(হোত্রবাহনের প্রতি)—ভগবন্!—আশ্রমের কুশল ত?—তপশ্চর্য্যা ত নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হ'চ্চে?

হোত্র।—ভগবানের কৃপায় সমস্তই কুশল।—কোন বিষয়ে অসুবিধা নাই। বৎস অকৃতব্রণের প্রমুখাৎ মহেন্দ্র-শিখরে আপনার তপঃসমাধার সংবাদে পরম পুলকিত হ'লেম। এক্ষণে ভগবন্! (অম্বার প্রতি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক)—এই অনাথিনী অবলার প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপাদৃষ্টি ক'রে আপনার সুমহৎ ব্রত-পালন করুন।—দেব! ইনি মুহূর্ত্ত অগ্রে আপনার উদ্দেশে মহেন্দ্র-শৈল পর্য্যন্ত গমন ক'র্‌তে উদ্যতা হ'য়েছিলেন।

পরশু।—(অম্বার প্রতি) বৎসে!—তুমি কে?—কি

নিদারুণ মনঃকষ্টেই বা এরূপ বয়সে কানন-বাসিনী হ'য়েছ ?—বল, বৎসে বল ! মনুষ্যের সাধ্যাতীত না হ'লে আমি তোমার দুঃখ-মোচনে প্রাণপণে চেষ্টা ক'র্‌বো।

হোত্র।—ভগবন্! ইনি মহারাজ কাশীরাজের তনয়া এবং আমার দৌহিত্রী।—ইনি মহারাজ সৌভপতির প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী হন; কিছু দিবস অতীত হ'ল, এঁদের তিন ভগ্নীর স্বয়ম্বর উপলক্ষে উপস্থিত পৃথিবীর যাবতীয় ভূপতিবর্গকে পরাজিত ক'রে, শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম তাঁ'র কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের নিমিত্ত এঁদের হরণ ক'রে ল'য়ে যান; এবং পরে ইনি শাল্বরাজের অনুরাগিণী, ইহা অবগত হ'য়ে এঁরে তৎসমীপে গমন ক'র্‌তে অনুমতি করেন।—সরলা, শাল্বরাজের নিকট উপস্থিত হ'লে, মহারাজ এঁরে অন্য-পূর্ব্বা জ্ঞানে প্রত্যাখ্যান করেন। ইনি সেই দারুণ হৃদয়-বেদনাতেই এক্ষণে কানন-বাসিনী হ'য়ে, প্রতিকার বাসনায় আমার উপদেশক্রমে আপনার শরণাপন্ন হ'তে সঙ্কল্প ক'রেছেন।

অম্বা।—দেব!—ভগবান্ পিতামহ যা' বল্‌লেন, সে সকলি এ অভাগিনীর প্রকৃত ইতিহাস।—এখন ভগবন্! আপনি এ দুঃখিনীর প্রতি কৃপা না ক'রলে, এখনি

আপনার চরণে প্রাণ-বিসর্জ্জন দিয়ে সমস্ত দুঃখের অবসান ক'র্‌বো।—(সরোদনে)—নিষ্ঠুর বিধাতা রাজকন্যা ক'রেও আমার অদৃষ্টে এত দুঃখ লিখেছিলেন!—দেব! আর যে সহ্য হয় না!

পরশু।—বৎসে!—শান্ত হও।—আমি এই মহর্ষি হোত্রবাহনের সম্মুখে আর আমার প্রিয়-শিষ্য, সুধার্ম্মিক অকৃতব্রণের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা ক'র্‌চি যে, প্রাণপণে তোমার প্রিয়ানুষ্ঠান ক'র্‌বো।—এক্ষণে বল, এই অপরাধে কা'র শাস্তি প্রদান করা তোমার ইচ্ছা?

অম্বা।—আপনি ত সমস্ত অবগত হ'য়েছেন, এক্ষণে এর মধ্যে আপনার বিবেচনায় যে দোষী, তা'রেই সমুচিত শাস্তি দিন, এ বিষয়ে আমার মতামত অনাবশ্যক।

পরশু।—আমার বিবেচনায় ভীষ্মই সর্ব্বাপেক্ষা দোষী। কেন না তিনি তোমায় হরণ না ক'র্‌লে, সৌভপতি কর্ত্তৃক কখনই প্রত্যাখ্যাত হ'তে না। অতএব বৎসে! আমি অচিরাৎ ভীষ্ম-সমীপে দূতদ্বারা পত্র প্রেরণ ক'র্‌বো,—যদ্যপি তিনি আমার বাক্যে সম্মতি প্রদর্শন পূর্ব্বক তোমাকে গ্রহণ করেন উত্তম, নচেৎ তাঁ'রে সম্মুখ সমরে আহ্বান ক'রে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান কর্‌তে তিলমাত্রও ত্রুটি কর্‌বো না।—বৎসে! আমি

তোমাকে নিশ্চয় ব'ল্চি, ভীষ্ম পরমপূজার্হ হ'লেও আমার আদেশে মস্তক দ্বারা তোমার চরণ গ্রহণ ক'র্বেন।

অম্বা।—দেব! ভীষ্মের প্রতি আমার কিছুমাত্র আস্থা নাই। যদিও শাল্ব-রাজ আমার চরিত্রে সন্দিহান হ'য়ে আমায় প্রত্যাখ্যান ক'রেছেন, তথাপি এ অভাগিনী তাঁ'র জন্য হৃদয়মধ্যে এখনও অনন্ত প্রেম পোষণ করে। দেব! আপনার চরণে এ দুঃখিনী এখন এই প্রার্থনা ক'রে যে, আমি যা'র জন্য এরূপ অপমানিত, প্রত্যাখ্যাত হ'য়েছি—যা'র জন্য বনে বনে ভ্রমণ ক'রে এতদূর অসহ্য কষ্ট সহ্য কর্চি, তা'র সমুচিত শাস্তি দিতে ভগবান যেন বিরত না থাকেন।

পরশু।—বৎসে! আমাকে আর অধিক ব'ল্বার আবশ্যক নাই। তুমি মহর্ষি হোত্রবাহনের যেরূপ স্নেহের পাত্রী, আমার ও তদ্রূপ। তবে কিনা আমার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন ক'রে, যতদূর সাধ্য তোমার প্রিয়ানুষ্ঠান ক'র্তে কিছুমাত্র ত্রুটি ক'র্বো না।

অকৃত।—ভগবন্!—এই কন্যা আপনার আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছেন, অতএব শরণাপন্নকে রক্ষা করা, তা'র প্রিয়ানুষ্ঠান করা আপনার কর্ত্তব্য। যদ্যপি ভীষ্মদেব

সমরে আহূত হ'য়ে পরাজয় স্বীকার করেন, তবে ইহাঁর প্রীতিসম্পাদন ও আপনারও সত্য পালন করা হ'বে। দেব! আপনি পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলেন, ব্রহ্ম-দ্বেষীকে বিনাশ কর্‌বেন,—ভীত ও শরণাপন্নদিগকে প্রাণপণে রক্ষা কর্‌বেন, সুতরাং এক্ষণে আপনাকে কোন ক্রমেই আপনার পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা-পাশ ছেদন ক'র্‌তে হ'চ্চে না।

পরশু।—বৎস! তোমার পরামর্শানুযায়ী কার্য্যই করা যা'বে। আমি স্বয়ংই রাজকন্যাকে সমভিব্যাহারে লয়ে ভীষ্ম-সমীপে গমন কর্‌বো। যদ্যপি তিনি আমার আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করেন—উত্তম, নচেৎ সমুচিত শাস্তি দিতে কখনই বিস্মৃত হ'ব না।

হোত্র।—দেব! দিবা অবসান-প্রায় হ'য়েছে, কানন-বাসী তাপসগণ সকলেই সায়ংকালীন আরাধনা ক'র্‌তে সরস্বতী-তীরাভিমুখে গমন ক'র্‌চেন। চলুন, আমরাও প্রস্থান করি।

পরশু।—(অকৃতব্রণের প্রতি)—চল, বৎস!—আরাধনার সময় অতিবাহিত হয়।

[অম্বা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুরুক্ষেত্র।—পরশুরামের কুটীর।

(পরশুরাম ও অম্বা উপস্থিত)

ভীষ্মের প্রবেশ।

ভীষ্ম।—ভগবন্! প্রণাম।—দেব! আপনার কুশল ত?

পরশু।—(দণ্ডায়মান হইয়া দক্ষিণ হস্ত ভীষ্মের মস্তকে অর্পণ করতঃ)—এস, বৎস এস! জয়লক্ষ্মী তোমার অঙ্ক-শায়িনী হোন।

ভীষ্ম।—দেব! কি কারণে এ দাসকে আহ্বান ক'রেছেন?—আপনার কি কার্য্য সংসাধন কর্‌তে হ'বে আদেশ করুন, ভীষ্ম এই মুহূর্ত্তেই তা' সম্পাদন ক'রে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান ক'র্‌বে।

পরশু।—ভীষ্ম! বৃথা আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই, যে উদ্দেশে তোমায় এস্থলে আহ্বান ক'রেছি, তা' শ্রবণ কর। (অম্বাকে নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) এই কামিনীকে তুমি, বোধ হয়, চিন্‌তে পার্‌বে?—মহারাজ!—ইনি সেই কাশীরাজকন্যা অম্বা, যাঁরে তুমি স্বয়ম্বর-সভা হ'তে হরণ

ক'রে আন। এঁর বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় বোধ হয়, তুমি অজ্ঞাত আছ। ইনি তোমার নিকট হ'তে সৌভপতির উদ্দেশে গমন ক'র্‌লে, অপ্রেমিক—নিষ্ঠুর শাল্বরাজ এঁরে অন্যাসক্তা জ্ঞানে প্রত্যাখ্যান করেন।—সরলা রাজবালা মর্ম্মপীড়িতা হ'য়ে নিদারুণ মনঃকষ্টে অনাথিনীর ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ ক'রে আমার শরণাপন্ন হ'য়েছেন। এক্ষণে ভীষ্ম! আমার অনুরোধ, যে উপায়ে হোক্, তুমি এঁর স্বধর্ম্ম রক্ষা ক'রে যথার্থ বীরের ন্যায় কার্য্য কর।

ভীষ্ম।—গুরুদেব! ক্ষমা কর্‌বেন। আমি এক্ষণে এ কন্যার জন্য কোন উপায়ই অবলম্বন কর্‌তে পারি না। সত্য বটে, আমি এঁদের তিন সহোদরাকে স্বয়ম্বর-সভা হ'তে হরণ ক'রে আনয়ন করি, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আমি এঁর মুখে অবগত হ'লেম যে, ইনি পূর্ব্বে হ'তেই মহারাজ সৌভপতির প্রতি অনুরাগিণী, আমি তৎক্ষণাৎ জননী সত্যবতী, অমাত্য ও ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ ক'রে, এঁরে শাল্ব-রাজ-সমীপে প্রেরণ করি। অতএব, দেব! দেখুন এ বিষয়ে ভীষ্ম সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।

পরশু।—তবে কি তোমার ইচ্ছা যে, এই রাজবালা অনাথিনীর ন্যায় চিরকাল এই ক্লেশ ভোগ করে?

ভীষ্ম।—আমার ইচ্ছা কেমন ক'রে?—রাজকন্যার

অদৃষ্ট-লিপি—বিধাতার ইচ্ছা! বলুন, দেব! আপনিই বলুন, আমি এক্ষণে কি প্রকারে এই অন্যাসক্তা রমণীকে কুমার বিচিত্রবীর্য্যের হস্তে সমর্পণ ক'র্‌তে পারি? ভীষ্মদেব ভয়, দয়া অথবা কামবশতঃ কখনই স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'র্‌বে না, এ তা'র চিরন্তন ব্রত।

পরশু।—ভাল, যদি কুমার বিচিত্রবীর্য্যকে এই কন্যা দান ক'র্‌তে তোমার অভিলাষ না থাকে, তবে স্বয়ংই গ্রহণ কর। বিবেচনা ক'রে দেখ, ইনি তোমারই জন্য ঈপ্‌সিত পতি লাভে বঞ্চিত হ'য়েছেন—তোমারই জন্য—শুদ্ধ তোমারই নিমিত্ত রাজ-কন্যা হ'য়ে এক্ষণে বনে বনে ভ্রমণ ক'রে এরূপ অসহ্য ক্লেশ সহ্য ক'র্‌চেন, এঁর সকল দুঃখের মূল কেবল তুমিই একমাত্র! অতএব আমার আজ্ঞা—তোমাকে অবশ্যই এ কন্যা গ্রহণ ক'র্‌তে হবে।

ভীষ্ম।—গুরুদেব! ক্ষমা ক'র্‌বেন—এমন অনুমতি ক'র্‌বেন না। ভীষ্ম কখনই আপন প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘন অথবা তা'র অন্যথাচরণ ক'র্‌তে পারে না। দেব! বল্‌তে কি?—স্বর্গ, মর্ত্ত্য রসাতল—তিন লোকের রাজত্ব—অথবা তদপেক্ষা আরও অধিক যদ্যপি কিছু সৌভাগ্য থাকে—সে সমস্তই লাভ ক'র্‌লেও ভীষ্ম কেবল মাত্র

সত্য ও ধর্ম্মের নিমিত্ত সে সমস্তকে চরণাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করে। দেখ! যদ্যপি ভগবান্ সহস্র-রশ্মি আপন উষ্ণতা-বিহীন হন,—বসুন্ধরা গন্ধ-হীনা,—সুর-পতি বিক্রম,—এবং ত্রিলোক-তারণ-ধর্ম্মরাজও স্বধর্ম্ম-চ্যুত হন, তথাপি ভীষ্মদেব আপন প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন ক'র্‌বে না।

পরশু।—(সক্রোধে) কি পাপিষ্ঠ! ভীরু! একটী অবলা রমণীর প্রতি এতাদৃশ অত্যাচার ক'রে—তা'র জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা দূরে থাক,—অপ্রতিভ হওয়া দূরে থাক,—বরং আপন তেজস্বিতা, আপন ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রদর্শন ক'র্‌চো? আমাকে গুরু সম্বোধন ক'র্‌চো—অথচ আমার আজ্ঞার অবমাননা—ক'র্‌তে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হ'চ্চ না?—কাপুরুষ!—ভীরু!—কুরুবংশের কুলাঙ্গার!—এই তোমার ধর্ম্ম-নিষ্ঠা—অবলা রমণীর প্রতি অত্যা-চার?—এই তোমার বিক্রম?—ধিক্ তোমাকে!—তোমার প্রতিজ্ঞাকে ধিক্,—কুরুবংশে ধিক্,—আর যিনি তোমারে গর্ভে ধারণ ক'রেছিলেন—সেই ত্রিলোকপূজ্যা জাহ্নবী-কেও ধিক্!—তুমি বীরের অধম। ভীষ্ম! তোমার হস্তের ধনুর্ব্বাণ দূরে নিক্ষেপ কর,—ও সকলের আর অবমাননা ক'রো না।

ভীষ্ম।—(উঠিয়া)—কর্ণ! বধির হও।—বায়ু! এ কলুষিত শব্দ বহন ক'র্‌তে বিরত হও।—পরশুরাম! যথেষ্ট হ'য়েছে, এখনও সাবধান!—ভীষ্ম এরূপ গর্ব্বিত বচন—এরূপ কুৎসাবাদ কখনই সহ্য করে না। আমি এতক্ষণ তোমায় গুরুবলে মান্য ক'র্‌ছিলেম, কিন্তু তুমি সেরূপ ব্যবহার ক'র্‌লে না—আপন মর্য্যাদা রাখ্‌তে পাল্যে না। অতএব তোমার এরূপ স্পর্দ্ধার জন্য ভীষ্মদেব উপযুক্ত শাস্তি বা শিক্ষা দিতে কখনই পরাঙ্মুখ হ'বে না। ভার্গব! প্রস্তুত হও, আজ ভীষ্মের বল-বীর্য্য জান্‌তে পার্‌বে। তুমি একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া ক'রে, তা'দের শোণিতে তোমার পিতৃ-পুরুষের তর্পণ ক'রেছিলে ব'লে, সর্ব্বদা গর্ব্ব ক'রে থাক,—কিন্তু ব'ল্‌তে কি, তৎকাল ভীষ্মের ন্যায় কোন ক্ষত্রিয়-বীর পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে নি,—তুমি কেবল তৃণ-গুচ্ছে অগ্নি-সংযোগ ক'রেছিলে মাত্র!—অতএব অদ্য তোমার সেই সমস্ত অহঙ্কার চূর্ণ ক'র্‌বো!—তুমি পূর্ব্বে যেরূপ ক্ষত্রিয়-শোণিত-নদে তোমার পূর্ব্ব-পুরুষের তর্পণ ক'রেছিলে—অদ্য ভীষ্মদেব তোমার শোণিতে, তর্পণ ক'রে সেই নিহত ক্ষত্রিয়গণের তুষ্টি সংসাধন ক'র্‌বে!

পরশু।—(উঠিয়া)—আজ জান্‌লেম ভীষ্মের পরমায়ু

শেষ হ'য়েছে!—মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হ'লেই পতঙ্গের পক্ষ উঠে থাকে। ভীষ্ম!—তোমার কালসন্নিকটে!—আজ স্বর্গস্থ সমস্ত দেবগণ সহায় হ'লেও জামদগ্ন্যের হস্তে তোমার নিস্তার নাই। এস, ভীষ্ম!—আজ কুরু-ক্ষেত্রেই তোমার সহিত সাক্ষাৎ ক'র্‌বো,—আজ শ্যেন-শৃগালে তোমার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাপন ক'র্‌বে!

ভীষ্ম।—যে স্থানে ইচ্ছা চল, ভীষ্ম সেই স্থানেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'র্‌বে। অদ্য তোমাকে বিনাশ ক'রে ভীষ্মদেব ক্ষত্রিয়গণের ভীরুতার অপবাদ ক্ষালন ক'র্‌বে!

[এক দিক দিয়া ভীষ্ম ও অপর দিক দিয়া পরশুরামের বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুরুক্ষেত্র।—সমর-ভূমি।

(যুদ্ধ-সজ্জায় সুসজ্জিত পরশুরাম ও ভীষ্ম উপস্থিত)

পরশু।—ভীষ্ম! তুমি বালক, সেই বিবেচনায় ভার্গব এত দিন তোমাকে স্পর্দ্ধা প্রদান ক'রেছিল—প্রকৃত যুদ্ধ ক'রেনি,—কিন্তু তুমি সে স্পর্দ্ধায় অত্যন্ত স্পর্দ্ধিত হ'য়ে উঠেছ, ভেবেছ পরশুরাম তোমার সমতুল্য যোদ্ধা,—অথবা তোমা অপেক্ষাও হীনবল। অতএব, ভীষ্ম! আজ তোমাকে আমার ভুজবল প্রদর্শন করাব, আজ দেখ্‌বে, এই একা জামদগ্ন্য মূর্ত্তিমান সহস্র হুতাশনের ন্যায় তোমাকে নিমেষ মধ্যে ভস্মীভূত কর্‌বে। ত্রিলোক-পূজ্যা তোমার জননী জাহ্নবী সর্ব্বথা রোদনের অযোগ্যা হ'লেও, আজ তোমার বিরহে নয়নাসারে আপন কলেবর বৃদ্ধি ক'রবেন।

ভীষ্ম।—ভার্গব! আর মিথ্যা বাক্য-ব্যয়ে প্রয়োজন কি? সমরে অগ্রসর হও, এখনই কা'র কত বাহুবল—কা'র কিরূপ অস্ত্রশিক্ষা সমস্তই প্রকাশ হ'বে। যদি বাক্য ব্যয়ে জয় পরাজয় সিদ্ধ হ'তো, তা' হ'লে, ভার্গব! আজ

তোমারই জিত! কিন্তু প্রকৃত বীরপুরুষ সমর-নিপুণ ক্ষত্রিয়গণ সমরস্থলে বৃথা বাক্যবর্ষণ অপেক্ষা শরবর্ষণেরই সমাদর ও প্রশংসা ক'রে থাকেন। জামদগ্ন্য! তোমার ন্যায় বীরের নিকট যদি বাক্যই অমোঘ অস্ত্র হয়, তবে অগত্যা আমি পরাজিত হ'লেম।

পরশু।—বুঝলেম, আজ তোমার মৃত্যু সন্নিকটে।—আজ পুরন্দর-প্রমুখ সমস্ত দেবগণ তোমার পক্ষাবলম্বন কর্‌লেও পরশুরামের হস্তে কোন ক্রমে রক্ষা নাই।—সাবধান, ভীষ্ম!—সাবধান!—(আক্রমণ)

ভীষ্ম।—(রক্ষা করিতে করিতে) ভার্গব! ভীষ্ম সাবধানই আছে, কিন্তু তুমি নিজে সাবধান হও,—এই দেখ তোমার ধনুর্গুণ ছেদন কর্‌লেম।

পরশু।—(ধনুর্ব্বাণ দূরে ক্ষেপণ পূর্ব্বক) ধন্য বীর! বল্‌তে কি ভীষ্ম! এত দিনের পর আজ তোমার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে যথার্থ সুখী হলেম!—কিন্তু বীর! এইবার রক্ষা ক'র্‌তে বুঝ্‌বো! (অসি নিষ্কোষ পূর্ব্বক আক্রমণ)

ভীষ্ম।—(তদ্রূপ করণান্তর) এস বীর!—ভীষ্মও প্রস্তুত আছে।

(উভয়ের ক্ষণকাল অসি-যুদ্ধ ও সহসা পরশুরামের হস্ত হইতে অসি স্খলিত হইয়া ভূতলে পতন)

ভীষ্ম।—(সহাস্যে)—বীরের বজ্র-মুষ্টিতে অস্ত্র-ধারণ শিক্ষা করা উচিত।

পরশু।—ভীষ্ম! অস্ত্রই ভার্গবের নিকট শিক্ষালাভ করে, ভার্গব কখন অস্ত্র-শিক্ষা করে না!—ভীষ্মদেব! এইবার তোমার শেষ, (ব্রহ্মাস্ত্র বাহির করিয়া) এই সময় তোমার ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ কর!—(অস্ত্রত্যাগ ও ভীষ্মের পতন)—হাঁ, এখন বীরের ন্যায় সমর-ভূমির শোভা বর্দ্ধন কর!

[প্রস্থান।

অপর দিক দিয়া জাহ্নবীর প্রবেশ।

গঙ্গা।—হায়, হায়! যা' ভেবেছিলেম তা'ই হলো! (ভীষ্মকে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক সজলনয়নে) বাছা! আমি তোমাকে বার বার বারণ ক'রেছিলেম, ও দুর্দ্ধর্ষ ভার্গবের সঙ্গে কলহ করো না, তুমি তখন আমার কথা শুনলে না, হায়! হায়!—ভীষ্ম রে! তোমায় এ অবস্থায় ভূতলে পতিত দেখে বুক ফেটে যা'চ্চে!—ওঠ বাছা, ওঠ! হায়! একি, একি!—একেবারে যে রক্তের স্রোত ব'য়ে যাচ্চে!—(ভীষ্মের সর্ব্বশরীরে হস্তার্পণ পূর্ব্বক)—হে কৈলাস-নাথ!—যদি তোমার চরণে আমার যথার্থ মতি থাকে, তবে যেন এই মুহূর্ত্তেই ভীষ্ম আমার সুস্থ হ'য়ে

উঠে!—(সুশ্রুষা ও ক্ষণকাল পরে ভীষ্মের চৈতন্য-লাভ ও গঙ্গাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উত্থান)

ভীষ্ম।—একি জননি! আপনি এ সময় এসে আপনার কুলাঙ্গার সন্তানের প্রতি কেন এত স্নেহ প্রদর্শন ক'র্‌চেন?—মা!—ভীরু—দুর্ব্বল ভীষ্ম—নরাধম ভীষ্ম আপনার এরূপ স্নেহের অযোগ্য! হায়! আজ আমি সমরে পরাজিত?—হা, হা! হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে যা'চ্চে! আর সহ্য হয় না—সহ্য হয় না! মা! আজ্ঞা করুন, ভীষ্ম পুনর্ব্বার সেই ক্ষত্রিয়ের চিরশত্রু অহংকারী জামদগ্ন্যের সহিত যুদ্ধ কর্‌'বে!—বলুন দেবি কোন মহাপাপে আজ ভীষ্ম এরূপ অবমানিত—অপদস্থ হলো?—অঁ্যা! ভীষ্ম আজ সমরে আহত—পরাজিত শত্রু কর্ত্তৃক উপহসিত!—উঃ হু হু!—আর সহ্য হয় না—সহ্য হয় না! ভার্গব! এস,—পুনর্ব্বার এস,—ভীষ্ম সমর প্রার্থনা ক'র্‌চে!

[বেগে প্রস্থান।

গঙ্গা।—বাছা! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও! হায়! হায়!—আজ দেখ্‌চি মহাপ্রলয়কাণ্ড উপস্থিত হ'বে।

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

উন্মাদিনী বেশে অম্বার প্রবেশ।

অম্বা।—(উচ্চহাস্য করিয়া)—হা, হা, হা! বেশ হ'য়েছে! বেশ হ'য়েছে! ভীষ্ম! অসহায় অবলার উপর তুমি যেমন অত্যাচার ক'রেছিলে—এর হৃদয়ে যে জ্বালা দিয়েছ, এখন তা'র ফলভোগ কর! ভেবেছিলে, সহায়-হীনা দুর্ব্বলা রমণী তোমার কি ক'র্‌বে? কিন্তু এখন দেখ, পরমেশ্বর দুর্ব্বলের বল—অনাথার আশ্রয়! হা, হা, ভীষ্ম! এই বুকে (হৃদয়ে হস্তার্পণ পূর্ব্বক)—আমার এই বুকের মধ্যে যে জ্বালা জ্বালিয়ে দিয়েছ, আজ অম্বা, পিশাচীর মত তা'র সেই জ্বালা, তোমার রক্তে জুড়ুবে! (ভূমি-পতিত ভীষ্মের রক্ত হস্ত দ্বারা উত্তোলন পূর্ব্বক স্বীয় বক্ষে অর্পণ করিয়া) আঃ—হৃদয় শান্ত হ'লো! অন্ত-রের সেই দুরন্ত জ্বালার যেন কিঞ্চিৎ লাঘব হ'লো! হে অনাথনাথ! অভাগিনীর অপরাধ নেবেন না। অম্বা এখন উন্মাদিনী! সত্যবাদী—ধার্ম্মিক-চূড়ামণি—ভীষ্ম তা'রে উন্মাদিনী ক'রেছে!—(নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উচ্চহাস্যে) হা, হা, এই যে, আবার মজা বেঁধে গেছে! —আবার দেখ্‌চি দু'জনেই খুব যুদ্ধ ক'র্‌তে ক'র্‌তে এই দিকেই আস্‌চে! যাই—আমি এখন এখান থেকে পলাই!

[প্রস্থান।

যুদ্ধ করিতে করিতে পরশুরাম ও ভীষ্মের পুনঃপ্রবেশ।

পরশু।—ভীষ্ম! অনুকম্পাবশতঃ তোমার জীবন সংহার করি নি, কিন্তু এবার আর রক্ষা নাই,—এবার তোমার নিশ্চয়ই মৃত্যু!

ভীষ্ম।—ভার্গব! ভীষ্ম মৃত্যুকে ভয় করে না! আজ নিশ্চয় জান্‌বে বসুমতী ভীষ্ম অথবা জামদগ্ন্য হীন হ'বে! পরশুরাম! সাবধান—এই দেখ তোমার কালপুরুষ উপস্থিত! এই দিব্য অস্ত্র ব্যর্থ ক'র্‌তে বুঝ্‌বো! সাবধান, ভার্গব! সাবধান!—(অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে উদ্যত, নেপথ্যে অব্যক্ত কোলাহল মেঘগর্জ্জন ও বজ্রধ্বনি)

আকাশবাণী।—

সম্বর সম্বর, বীর! সম্বর হে ক্রোধ।
সম্বর সম্বর অস্ত্র নতুবা এখনি,
রসাতলে যায় ধরা ইহার প্রভাবে!

(উভয়ে সবিস্ময়ে ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টিপাত)

(দেবর্ষি নারদের প্রবেশ ও উভয়ের মধ্যস্থলে আগমন করিয়া)

নারদ। (ভীষ্মের প্রতি) বৎস! তোমার এ মহাপ্রলয়কারী অস্ত্র সম্বরণ কর। ঐ দেখ দেবগণ বিমানমার্গে এই অস্ত্রপ্রভাবে পৃথিবী রসাতলে গমনোন্মুখ দেখে উৎকণ্ঠিত-হৃদয়ে তোমাকে অস্ত্র ক্ষেপণে নিষেধ

ক'র্‌চেন। বীরগণ! এক্ষণে তোমরা এ মহা অনর্থ-কারী সংগ্রাম হ'তে নিবৃত্ত হও!

উভয়ে।—(নারদকে প্রণাম করণানন্তর)—দেবর্ষির আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

নারদ।—বৎসগণ! ভবানীপতি তোমাদের কল্যাণ করুন!

[প্রস্থান।

ভীষ্ম।—(পরশুরামের চরণে প্রণাম করিয়া) গুরু-দেব! অধীনের অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্‌বেন!

পরশু।—(আলিঙ্গন করতঃ) বৎস! চিরজয়ী হও!

[উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম অঙ্ক।

সরস্বতী-তীর।

(একটী চিতাকুণ্ড প্রজ্বলিত)

নেপথ্যে।— গীত।

পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

কেন রে দারুণ বিধি! এমন নিদয় হ'লে?
কি দোষে হে দোষী দাসী তোমার চরণতলে?
হ'য়ে রাজার নন্দিনী, হইলাম অনাথিনী,
পতি-প্রেম-ভিখারিনী, পাগলিনী ধরাতলে!
জীবনের আশা যত, সকলি হইল হত,
এ দুখ সহিব কত, মরি রে হৃদয় জ্ব'লে!
সহে না সহে না আর, জীবন হইল ভার,
আজি দেহ ছারখার, করিব এ চিতানলে!

কতকগুলি শুষ্ক কাষ্ঠ হস্তে লইয়া উন্মাদিনীবেশা অম্বার প্রবেশ।

হা নিষ্ঠুর বিধাতা! এই কি তোমার ইচ্ছা? রাজকন্যা হ'য়ে বনে বনে, দেশে দেশে, অনাথিনীর মত ভ্রমণ ক'রে—এতকাল কঠিন তপস্যা ক'রে—তথাপি তোমার করুণার পাত্রী হ'ল না? নিষ্ঠুর!

সংসারের পাপী মনুষ্যের মত তুমিও এ অভাগিনীর প্রতি নির্দ্দয় হ'য়ে রইলে?—এ অনাথিনীর করুণ-বিলাপে বধির হ'য়ে রইলে? দুঃখিনী অম্বা তোমার চরণে কোন্ অপরাধে অপরাধিনী যে, সেই জন্যে তা'র প্রতি এমন নিষ্ঠুরের মত ব্যবহার ক'রলে? সংসারের সকল আশা ভরসা যখন তা'র স্বপ্নের মত হলো, তখন আর সে কি সুখে, কি আশায় জীবনধারণ ক'র্‌বে? হা, দেব পশুপতি! দেব! এতকাল তোমার চরণ পূজা ক'র্‌লেম, দুঃসাধ্য তপস্যা ক'রে তোমার আরাধনা কর্‌লেম, তথাপি এ হতভাগিনীর প্রতি তোমার করুণা হ'ল না! দেব! তবে আজ তোমার ও পবিত্র নাম হৃদয়ে আরাধনা কর্‌তে কর্‌তে এ অভাগিনী এই অনলকুণ্ডে জীবন-আহুতি প্রদান কর্‌বে! মা, মা গো! এ সময় তুমি কোথায় আছ মা? আজ তোমার জনম দুঃখিনী অম্বা জন্মের মত তোমার চরণে বিদায় হ'ল! মা গো! আজ হ'তে তোমার অম্বার নাম এ পৃথিবী হ'তে লুপ্ত হলো! প্রাণেশ্বর সৌভরাজ! এই মরণ-কালে তোমার এ হতভাগিনীকে দেখা দাও! দেখ, নাথ! দেখ, তোমার প্রেম-ভিখারিনী অম্বার হৃদয়ে আজও তোমার ও মোহন-মূর্ত্তি অঙ্কিত রয়েছে! আজও এর

হৃদয়ের স্তরে স্তরে তোমার জন্য এ অনন্ত প্রেম পোষণ কর্‌চে! নাথ! হৃদয়েশ! প্রাণেশ্বর! (অগ্নিকুণ্ডে পতনোন্মুখ)

মহাদেবের প্রবেশ।

মহাদেব।—বৎসে! ক্ষান্ত হও। আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েচি। এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।

অম্বা।—(চরণে নিপতিতা হইয়া) দেব!—আপনি অন্তর্যামী, আমার মনের,—অন্তরের বাসনা সমস্তই জান্‌তে পার্‌চেন। যদি এ অভাগিনীর প্রতি সদয় হ'য়ে থাকেন, তবে এই বর দিন;—আমি ইহজীবনে যা'র জন্য এত জ্বালা সহ্য ক'র্‌লেম, জন্মান্তরে যেন তা'র প্রতিশোধ দিতে পারি। দেব! হতভাগিনীকে ক্ষমা কর্‌বেন—অম্বা এখন উন্মাদিনী!

মহাদেব।—বৎসে! বিধাতারও ইচ্ছা তাই,—তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হ'বে! (অন্তর্দ্ধান)

অম্বা।—হা দেব! হতভাগিনীর প্রতি সদয় হ'য়েও নিদয় হ'লে? তবে আর কেন, তবে বিধাতার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। দেব হুতাশন! এ জনম-দুঃখিনীকে কোলে স্থান দেও। মা! মাগো। (অগ্নিকুণ্ডে পতন)

নেপথ্যে।—হায়-হায়, কি হলো!

এক দিক দিয়া সবেগে আলু-থালু-বেশা রতি ও তৎকিঞ্চিৎ পশ্চাতে অপর দিক দিয়া মদনের প্রবেশ।

রতি।—(মদনকে দেখিয়া সবেগে যাইয়া গলদেশ আলিঙ্গন করতঃ)—

কি হোল কি হোল, নাথ! রতির জীবন!
হায় কি করিলে? ওহো অম্বার কপালে
প্রেম-পরিণাম হলো ভীষণ এমন!
এই কি হে ভালবাসা রতিরে তোমার।
রতির প্রেমের, নাথ, এই পুরস্কার?—
আজন্ম তোমার পদ পুজি ভক্তিভরে
এই তা'র ফল অম্বা পাইল হে যদি,—
তবে আর কে করিবে রতিরে আদর,
রতিরে যখন তব এত অনাদর!
জানিতে ত, প্রাণেশ্বর, দুঃখিনী অম্বায়
প্রাণের পুতলি সম বাসিতাম ভাল,
তবে কেন বল, নাথ, কিসের লাগিয়া
এ নব-কুসুম-কলি পাষাণ-হৃদয়ে,
অনলে করিলে দান?—হায় প্রাণেশ্বর!
জীয়ন্তে জ্বলন-জ্বালা জান ত কেমন?
কি দোষ করিয়াছিল কাশী রাজ-বালা,
কি দোষে হে দোষী রতি তোমার চরণে?
তাই, নাথ, হেন জ্বালা দিলে হে তাহায়?
বিধিমতে জ্বালাইলে রতিরে তোমার?

কি ফল পাইলে ইথে,—কি সুখ লভিলে
হানিয়া রতির বুকে হেন শোক-শেল!
দেখাইতে পারি, নাথ, হৃদয় চিরিয়া
অম্বার লাগিয়া সেথা কি জ্বালা জ্বলিছে!
দেখিতে পাইবে তবে! হায় প্রাণেশ্বর!
কত আশা করি মনে আপনি স্বহস্তে
(মস্তক হইতে একগাছী মন্দার মালা লইয়া)—
মন্দার-কুসুমগুলি তুলিয়া যতনে
গাঁথিয়াছিলাম এই মালিকা মোহন!
ভেবেছিনু অম্বা মোর,—যে দিনে তাহার
মিলিবে প্রাণেশ সনে,—সেই দিন আমি
স্ব হস্তে দিব হে তা'র গলে দোলাইয়া!
মিশা'লে বিষাদ-বিষ সে সাধে আমার?
বুক ফেটে যায়, নাথ, কি বলিব আর!
(মদনের বক্ষঃস্থলে বদন লুকাইয়া রোদন)

মদন।—(রতির চিবুক ধরিয়া)—
কেন কাঁদ আদরিণি মদন মোহিনি!
সম্বর সম্বর, প্রিয়ে, নয়নের জল!
বুক ফেটে যায়, রতি! ও তব নয়নে—
নিরখিলে অশ্রু-জল!—কি দোষ আমার,
বিধির অদৃষ্ট-লিপি জানিবে সকলি!
কা'র সাধ্য বল, তাহা করিবে খণ্ডন?
(একখানি আলেখ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক)

এই দেখ আঁখি মেলি, মদন-মোহিনি !
দেখাতে তোমারে, প্রিয়ে, ভবিষ্য ঘটনা
আনিয়াছি এই চিত্র বিধাতার ঠাঁই।
এই দেখ, ধরাধামে অতুলা রূপসী !—
একি এ ভীষণ কাণ্ড ! এই দেখ তব
প্রাণের পুতলি অম্বা কোথায় কি বেশে
কি কার্য্য করিছে সিদ্ধ বিধির ইচ্ছায় !

রতি।—(দেখিয়া ; চিত্রপটের এক স্থলে অঙ্গুলিদ্বারা প্রদর্শন পূর্ব্বক) এ কি এ,—শোণিত-স্রোত ?—
(চক্ষে হস্তাবরণ পূর্ব্বক)—
ক্ষমা কর, নাথ !
দেখিতে পারিনে আর, চিত্রপট তব,
দূরে ফেল, প্রাণনাথ ! মরি হে আতঙ্কে !

মদন।—দেখিলে ত, প্রাণেশ্বরি, আমার কি দোষ ?
বুঝিলে ত, অম্বা তব কিসের লাগিয়া
সহিয়াছে এত জ্বালা, ত্যজিয়াছে প্রাণ ?

রতি।—দেখিছি বুঝিছি আর চাই না দেখিতে,
লুকাও তোমার, নাথ ! চিত্রপট খানি।
কিন্তু এক কথা বলি, প্রাণের মদন !
জানত বিশেষ, আমি অম্বারে কেমন
প্রাণের অধিক ওগো বাসিতাম ভাল ;
দেও, নাথ, অনুমতি এ মন্দার-মালা
অম্বার লাগিয়া যাহা গাঁথিয়াছিলাম,

দিই তার চিতানলে ; তবুও আমার
হৃদয় হইবে স্নিগ্ধ কথঞ্চিতরূপে !

মদন।—পূরাও মনের সাধ, মদন-মোহিনি !
অনুমতি ইথে আর কিবা প্রয়োজন ?

রতি।—(অম্বার চিতানলে মন্দার-মালা অর্পণ করিতে করিতে)—

ধর ধর, রাজ-বালা জনম-দুঃখিনি !
রতির স্নেহের এই শেষ উপহার !
জন্মান্তর পক্ষে পুনঃ তোমারে, ভাবিনি,
করিব করিব মম প্রিয়-সহচরী !
যে ভক্তি করিতে তুমি এ জন্মে আমায়,
লহ এই অশ্রুজল প্রতিদান তা'র,
দিলাম তোমাব, সই ! চিতানল'পরে !

মদন।—ধন্য সতি গুণবতি অতুলা রূপসি !
নারীর আদর্শ তুমি স্নেহের পুতলি !
চল চল, আদরিণি ! হৃদয়-রতন !
সুরেশ্বরী আমাদের করেন স্মরণ,
এস এস যাই, সতি, অমর ভবন
এ দুঃখের যবনিকা হউক পতন !

[রতিরে লইয়া প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত।